বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>093 >> 25 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৯৩ >> << ২৫শে, পৌষ ১৪৩০>>

কুকুরের মাংস খাওয়া ও বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করলো দক্ষিণ কোরিয়ার পার্লামেন্ট

সিউল : মঙ্গলবার দক্ষিণ কোরিয়ার আইনসভায় কুকুরের মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করে একটি বিল সহজেই পাস হয়। ন্যাশনাল এসেম্বলিতে ২০৮-০ ভোটে এই বিল পাস হয়। দুজন সংসদ সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। আইনটি ২০২৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হবে। নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে তিন বছর পর্যন্ত জেল বা ২২ হাজার ডলারের বেশি জরিমানা দিতে হবে। মঙ্গলবার বিলটি পাস হওয়ার ঘটনাটি ছিল বহুকালের খাবার রীতির অবসান ঘটাতে প্রাণী অধিকার কর্মীদের কয়েক দশকের দীর্ঘ প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পরিণতি। রক্ষণশীল প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল এবং তার স্ত্রী ফার্স্ট লেডি কিম কেওন হি কট্টর পোষা প্রাণী প্রেমী। তারা বেশ কয়েকটি কুকুর ও বিড়ালকে দত্তক নিয়েছেন। তারাসহ আদর্শ নির্বিশেষে রাজনীতিবিদদের মধ্যে কুকুরের মাংস খাওয়া ও বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষে সমর্থন বেড়েছে। কুকুর প্রজননকারী এবং বিক্রেতারা আইনটির কঠোর বিরোধিতা করেছে, যদিও আইনটিতে এই শিল্পের সাথে জড়িত কর্মচারী এবং মালিকদের জন্য এই ব্যবসা থেকে বেরিয়ে অন্য কিছু করার জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা রয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 71657.71 +271.50
NIFTY : 21618.70 +73.86

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
23.00 °C	13.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.20 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.32 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

ইউক্রেনকে প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা করতে প্রতিরক্ষা শিল্পকে আহ্বান জানালো হোয়াইট হাউস

নিউ ইয়র্ক : প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা শিল্পের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা সোমবার বৈঠক করেন। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সহযোগীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই আলোচনার বিষয় ছিল রাশিয়ার হাত থেকে সুরক্ষা পেতে কীভাবে ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক উপকরণ দেওয়া যায়, যেমন ড্রোন অথবা মাইন অপসারণ করার সরঞ্জাম। হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেইক সালিভান শিল্প খাতের বিশেষজ্ঞ ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী এই বৈঠক সঞ্চালন করেন। বৈঠকে ইউক্রেনকে নতুন প্রযুক্তি দিয়ে রাশিয়ার ড্রোন শনাক্ত ও পালটা হামলা চালানোর সক্ষমতা দেওয়া এবং দেশটির বড় বড় এলাকাকে মাইনমুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। অপরদিকে, ইউক্রেনের জন্য সহায়তা সম্বলিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দশ হাজার কোটি ডলারের প্রস্তাবিত সম্পূরক ত্রাণ প্যাকেজ কংগ্রেসে আটকে আছে। এর আগে রাশিয়া তাদের শীতকালীন হামলা কৌশল আবার প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। তারা সোমবার তাদের সবচেয়ে বড় হাইপারসনিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহারে ইউক্রেনের বেশ কয়েকটি এলাকায় হামলা চালায়। যার ফলে অন্তত ৪ জন নিহত ও অপর ৩০ জন আহত হন। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, তাদের বাহিনী সমুদ্র ও আকাশ থেকে দূর পাল্লার ও নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে। যার মধ্যে আছে কিনঝাল হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র। তাদের ভাষায় তারা 'ইউক্রেনের সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্সের অবকাঠামোর' ওপর এই হামলা চালায়। পশ্চিমা কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকরা হুশিয়ারি দিয়েছেন, রাশিয়া এই শীত মৌসুমে মূলত ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা শিল্পের ওপর হামলা চালানোর জন্য ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র মজুত করছে। গত শীতে দেশটি ইউক্রেনের অবকাঠামোর ওপর হামলা চালিয়েছিল। এখন পর্যন্ত বেসামরিক এলাকাগুলোতে নিয়মিত হামলা চালিয়েছে রাশিয়া।

ইকুয়েডরে টেলিভিশন স্টুডিওতে সন্ত্রাসী হামলা

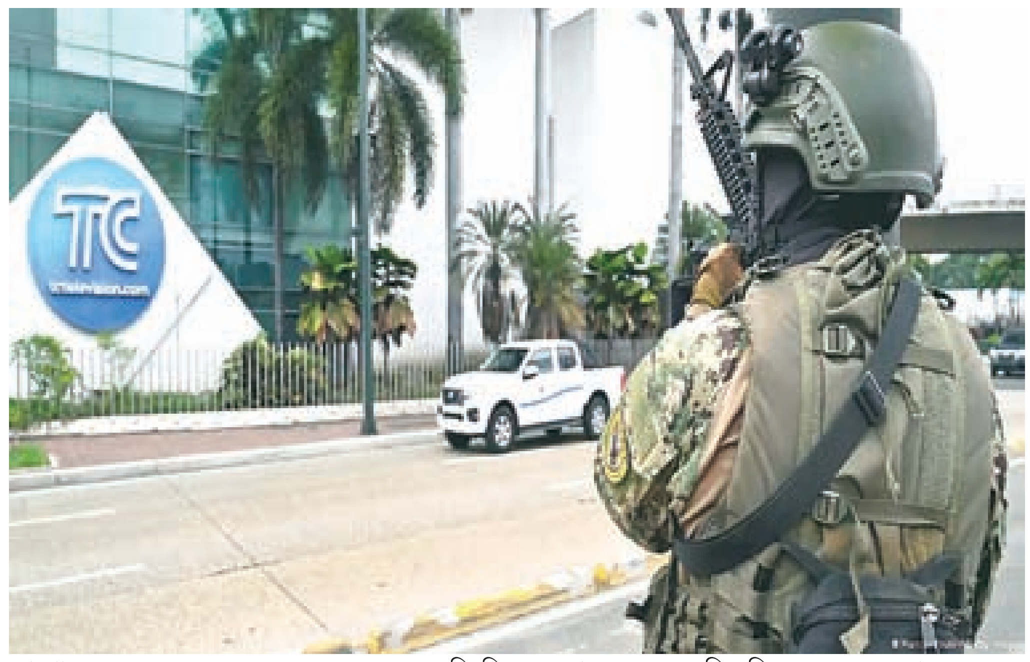

ইকুয়েডর : লাইভ চলাকালীন স্টুডিওতে ঢুকে পড়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। তারা গুলি চালায়, বিস্ফোরণ ঘটায়। ১৩ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

ইকুয়েডরের টিসি টেলিভিশনের স্টুডিওতে মঙ্গলবার আচমকাই ঢুকে পড়ে সশস্ত্র জঙ্গিরা। তাদের সঙ্গে বোমা ছিল, আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। লাইভ চলাকালীন স্টুডিওতে ঢুকে তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, তাদের কাছে বোমা আছে। লাইভেই বেশ কয়েকবার গুলির আওয়াজ শোনা যায়। শোনা যায় এক নারী সাংবাদিকের চিৎকার, ''গুলি চালাবেন না, আমাদের মারবেন না।''

সন্ত্রাসীরা টেলিভিশন চ্যানেলের অফিসটি কিছুক্ষণ নিজেদের দখলে রাখে। তবে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায় পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই হয় সন্ত্রাসীদের। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ১৩জনকে গ্রেপ্তার করে। সকলের বিরুদ্ধেই সন্ত্রাসবাদী আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সম্প্রতি ইকুয়েডরের এক মাদক মাফিয়া জেল থেকে পালিয়েছে। সেই ঘটনার পর দিকে দিকে হামলার ঘটনা ঘটছে। সোমবারই দেশের সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট দেশজুড়ে ৬০ দিনের এমারজেন্সি বা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন।

প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণার পরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটে। এক জায়গায় সন্ত্রাসীরা বেশ কিছু পুলিশ অফিসারকে পণবন্দি করে। আটক পুলিশ অফিসারদের দিয়ে বেশ কিছু বিবৃতি পড়ানো হয়। বিবৃতির ভিডিও রেকর্ডিং প্রকাশ করা হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভীত-সন্ত্রস্ত পুলিশ অফিসাররা লেখা বিবৃতি পাঠ করছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'যুদ্ধ ঘোষণা করলে যুদ্ধই ফেরত পেতে হয়।' শুধু তাই নয়, বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে তার ফল ভোগ করতে হবে পুলিশ, বেসামরিক মানুষদের।'

সম্প্রতি নির্বাচন হয়েছে ইকুয়েডরে। নির্বাচনী প্রচারের সময় খুন হয়েছিলেন বিরোধী নেতা। বর্তমান প্রেসিডেন্ট কথা দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এসে লড়াই-হাঙ্গামা, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করবেন তিনি। বস্তুত সে কারণেই ৬০ দিনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল বলে প্রশাসনের দাবি। কিন্তু জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেও অশান্তি বন্ধ রাখা গেল না।

এদিকে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, আটক পুলিশদের কয়েকজনকে মুক্ত করা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার ইরাকী দাবির প্রতি ইরানের সমর্থন

বাগদাদ : ইরাক তাদের ভূখণ্ড থেকে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন জিহাদ বিরোধী মিত্রবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার যে আহ্বান জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের হামলায় বাগদাদে এক ইরানপন্থী কমান্ডার নিহত হওয়ার পর সোমবার ইরান ঐ দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ইরাকের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সম্প্রতি যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, সে ব্যাপারে স্পষ্টভাবে ইরাক সরকার তাদের অবস্থান জানিয়েছে। কানানি বলেন, ইরান বিশ্বাস করে যে তাদের প্রতিবেশীর নিজেদের ভূখণ্ডের নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা, শক্তিমত্তা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা বারবার ইরাকসহ এ অঞ্চলের দেশগুলোর কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছি এবং ঘোষণা দিয়েছি যে (আঞ্চলিক) স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের উপস্থিতি, তা সে যেভাবেই হোক না কেন, কোনো ধরনের অবদান রাখবে না। সোমবার পেন্টাগন জানায়, আপাতত ইরাক থেকে তাদের প্রায় আড়াই হাজার সেনা প্রত্যাহারের কোনো পরিকল্পনা নেই। যদিও, বাগদাদ গত সপ্তাহে ঘোষণা দিয়েছে, তারা দেশটি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনীর সেনাদের সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছে। জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস) যখন বড় আকারে ভূখণ্ডের দখল নিচ্ছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বহুজাতিক মিত্রবাহিনী গঠন করা হয়, যার অংশ হিসেবে ইরাকে আড়াই হাজার ও সিরিয়ায় ৯০০ সেনা মোতায়েন করে যুক্তরাষ্ট্র। এই জোটের অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে আছে ফ্রান্স, স্পেন ও ব্রিটেন। ২০১৭ সালে আইএসের বিরুদ্ধে বিজয়ের ঘোষণা দেয় ইরাক। কিন্তু উত্তরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টিকে যায় কিছু জিহাদি সেল, যারা এখনো বিচ্ছিন্নভাবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘৃণার রাজনীতির ইতি ঘটবে আশা দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধী নেতার

সিউল : দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান বিরোধী দলের নেতা লি জায় মিউং বুধবার বলেছেন, তার ছুরিকাহত হওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশটিতে ঘৃণার রাজনীতির ইতি ঘটবে বলে তিনি আশা করছেন।

হামলার সন্দেহে আটক ব্যক্তি পুলিশকে জানিয়েছেন লি যাতে প্রেসিডেন্ট হতে না পারেন সেজন্যই এই ঘটনাটি তিনি ঘটিয়েছেন। গত সপ্তাহে বুসানে হামলার শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন লি জায়ে মিউং। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ''আমি মনে করি সবাইকে হতবাক করে দেয়া এই ঘটনা ঘৃণার রাজনীতির অবসানে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।'' এপ্রিলের সাধারণ নির্বাচনকে ঘিরে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনীতিতে ব্যাপক মেরুকরণ ঘটেছে। উত্তেজনা চলছে প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইয়েওলের রক্ষণশীল দল ও লির ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে।

সম্প্রতি বুসানে এক ব্যক্তি লির অটোগ্রাফ চাওয়ার অজুহাতে কাছে এসে তার ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করেন। দুই ঘণ্টার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার জখম সারিয়ে তোলেন চিকিৎসকরা।

গ্রেপ্তারকৃত সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলা করা হয়েছে। তিনি নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসে তাড়িত হয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে তদন্তকারীদের জানিয়েছেন। ৬৭ বছর বয়সি ওই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা হয়নি। পুলিশকে তিনি জানিয়েছেন, লি যাতে প্রেসিডেন্ট হতে না পারেন এবং তার দল যাতে নির্বাচনে জিততে না পারে সেজন্য তিনি হামলা চালিয়েছেন। লির বিরুদ্ধে ঘুসের মামলা যেভাবে সামলানো হয়েছে তা নিয়েও অসন্তুষ্ট ঐ ব্যক্তি। তবে ঘুস নেয়ার অভিযোগ বরাবর অস্বীকার করে এসেছেন লি। এদিকে এই হামলাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে অ্যাখ্যা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ইয়ন সুক। এই ঘটনা গণতন্ত্রের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতারা।

বিতর্ক

স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের বিষয়ে সতর্কতা জারি করে এটিকে 'নির্বাচনের হাতিয়ারে' পরিণত করতে চাচ্ছে সরকার

চীনের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, তাইওয়ানে ভুল আতঙ্ক

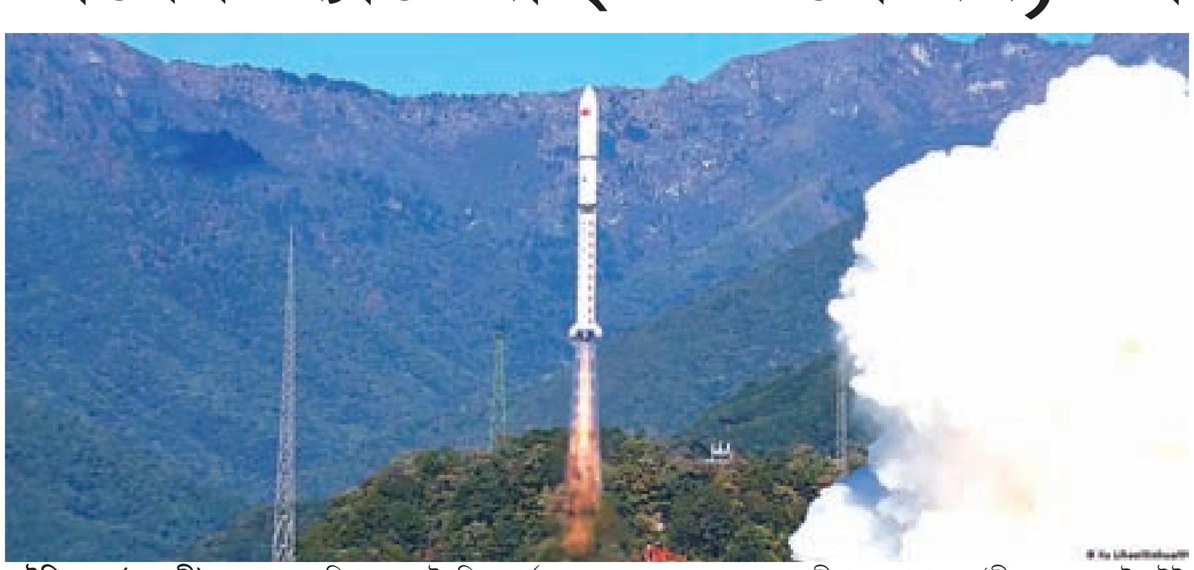

বেইজিং (এজেন্সী): ভুলে বিমান হামলার সতর্কতা জারি তাইওয়ানের রাজনীতিতে তুমুল বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তবে রাষ্ট্রপতির দপ্তর বলেছে, দক্ষিণ তাইওয়ানের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া চীনা স্যাটেলাইটকে তারা হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা বলে বিবেচনা করে না।

মঙ্গলবার একটি বৈজ্ঞানিক স্যাটেলাইট বহনকারী চীনা রকেট দক্ষিণ তাইওয়ানের ৫০০ কিলোমিটার উচ্চতা দিয়ে উড়ে যায়। তাইওয়ান ভুলে একটি বিমান হামলার সতর্কতা জারি করে। পরবর্তীতে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ইংরেজিতে অনুবাদের সময় ভুলে 'মিসাইল' শব্দটি ব্যবহার করার কারণে ক্ষমা চায়।

নির্বাচনের আগে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পেছনে নির্বাচনে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করে না তাইওয়ানের রাষ্ট্রপতির কার্যালয়।

এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা দল সামগ্রিক প্রাসঙ্গিক তথ্য বিশ্লেষণ করার পর এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিত্র রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের মূল্যায়ন বিবেচনা করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বিষয়টি উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।

তাইওয়ানকে চীনের অংশ বলে মনে করে চীন। অন্যদিকে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য পদ্ধতিতে ১৩ জানুয়ারির ভোটে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা বেইজিং, এমন অভিযোগ করে আসছে তাইপেই সরকার। চীন এসব অভিযোগগুলোকে 'নোংরা কৌশল' বলে আখ্যা দিয়েছে।

যখন সতর্কতা জারি হয়, তাইওয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তখন বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ব্রিফিং রুমের ফোনে চীনা ভাষায় 'চীনের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ' বলা হলেও ইংরেজিতে বলা হচ্ছিলো 'মিসাইল'।

তাইওয়ানের বৃহত্তম বিরোধী দল কুওমিনটাং (কেএমটি) এই ঘটনায় সরকারের নিন্দা জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের বিষয়ে সতর্কতা জারি করে এটিকে 'নির্বাচনের হাতিয়ারে' পরিণত করতে চাচ্ছে সরকার।

কেএমটি চেয়ারম্যান এরিক চু বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, সতর্কতাটি ভুলে পাঠানো হয়েছিল কিনা নাকি যারা এটি পাঠাচ্ছে তাদের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল, সেটিই উদ্বেগের বিষয়।

তিনি বলেন, ''ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি (ডিপিপি) সম্প্রতি সবকিছুকে নির্বাচনে চীনা হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করছে। ক্ষমতাসীন ডিপিপির ভাইস প্রেসিডেন্ট লাই চিং-তে নির্বাচনে দলটির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। তার মুখপাত্র ভিনসেন্ট চাও নাগরিকদের সঠিক তথ্য জানানো এবং আশ্বস্ত করার জন্য এইসব সতর্কতাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন।

বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে চাও বলেন, ''একটি গণতান্ত্রিক ও মুক্ত সমাজে একটি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থাকা উচিত। আমাদের জাতীয় সমস্যাগুলো, বিশেষ করে জাতীয় নিরাপত্তা, রাজনৈতিক হাতিয়ার হওয়া উচিত নয়।

৯ জানুয়ারি তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, উৎক্ষেপিত রকেটের ধ্বংসাবশেষ শুধু চীনের উপরেই পড়েছে, কিন্তু রকেটটি একটি অস্বাভাবিক পথ দিয়ে উড়ে গেছে।

এক বিবৃতিতে জানানো হয়, জাতীয় নিরাপত্তা বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে এবং পেশাদার পদ্ধতিতে একটি প্রতিনিধিত্বশীল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সতর্কবার্তা তৈরি করা হয়। এই বার্তা কোনও দলীয় রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত নয়।

বার্তাসংস্থা রয়টার্স এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তাইওয়ানিজ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছে। তার বরাতে বলা হয়েছে, চীন নিয়মিতভাবেই তাইওয়ানের কাছাকাছি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে, কিন্তু ধ্বংসাবশেষ পড়ার বিষয়টি উদ্বেগের বিষয় না হওয়ায় সতর্কতারও প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রটি রয়টার্সকে জানিয়েছে, এক্ষেত্রে 'পথটি মূলত যা প্রত্যাশিত ছিল তার থেকে ভিন্ন ছিল, এবং এর যাওয়ার পথটি আমাদের ওপর দিয়ে ছিল। ভয় ছিল কিছু পড়ে যাওয়ার, তাই সতর্কতা জারি করা হয়েছিল'।

তাইওয়ান পিপলস পার্টি টিপিপি এর রাষ্ট্রপতি প্রার্থী তাইপেই এর প্রাক্তন মেয়র কো ওয়েন-জে। নিজের ফেসবুক পেইজে তিনি লিখেছেন, আজকের ভুল বোঝাবুঝি নিশ্চিত করে যে দুই পক্ষের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক সংলাপ প্রক্রিয়ার অভাব রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ভুল বিবেচনা সংকটকে বিস্ফোরণের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

টিপিপি এবং কেএমটি দুই দলই রাষ্ট্রপতি পদে জয়ী হলে চীনের সঙ্গে পুনরায় আলোচনা শুরুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

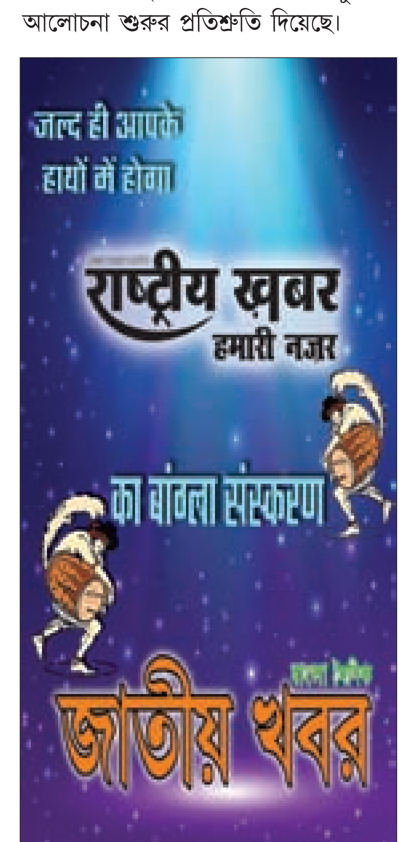

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আঞ্চলিক হোমিওপ্যাথি গবেষণা সংস্থান নবনির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ আঞ্চলিক হোমিওপ্যাথি গবেষণা সংস্থান, শিলিগুড়ি হল কেন্দ্রীয় হোমিওপ্যাথি গবেষণা পরিষদের ৩১টি প্রান্তস্থ্য ইনস্টিটিউটইউনিটগুলির মধ্যে একটি যা ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। কাউন্সিল মন্ত্রালয়ের অধীন একটি শীর্ষ গবেষণা সংস্থা এবং হোমিওপ্যাথিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা, সমন্বয়, উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ক্রমাগত কাজ করছে। সংস্থানটি ১৯৮৪ সালে দার্জিলিঙের সোনাদায় ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ইউনিট (হোমিওপ্যাথি) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।ইউনিটটি ২০২২ সালে আঞ্চলিক হোমিওপ্যাথি গবেষণা সংস্থান নামে উন্নীত করা হয়েছিল। সংস্থানটির নতুন ভবনটি শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা নেওয়া। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছোটপাথুরামজোটে প্রকল্পে খরচ ৯.৪২ কোটি টাকা। নবনির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।কেন্দ্রীয় নারী, শিশুকল্যাণ ও আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী মহেন্দ্র মুঞ্জপারা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সংসদ রাজ রাজু বেস্ট, খড়িবাড়ি ফাঁসিদেওয়া বিধায়ক দূর্গা মুর্মু সহ আরো অনেকে। সংস্থানটির অনন্য অবস্থান এটিকে আশেপাশের রাজ্য এবং তিনটি প্রতিবেশী দেশের জনসংখ্যার কাছে তার সুবিধাগুলি প্রসারিত করে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে সাধারণ জনগণকে খুব কম খরচে গগুক্ক সুবিধা, যোগব্যায়াম ক্লাস এবং ল্যাবরেটরি সুবিধা প্রদান করছে। প্রদত্ত পরিষেবার মান নিশ্চিত করার জন্য, সংস্থানটি NABH এবং NABL সার্টিফিকেশন পাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। সংস্থানটি দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে সম্প্রসারিত ইন্টিগ্রেটেড NPCDCS আয়ুষ প্রোগ্রামের পাইলট অধ্যয়নে অংশ নিয়েছিল এবং ভবিষ্যতে অসংক্রামক রোগে উৎকর্ষ কেন্দ্র হতে চায়। সংস্থানটি বর্তমানে অসংক্রামক রোগে বেশ কিছু ক্লিনিকাল গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছে এবং হোমিওপ্যাথিতে জনস্বাস্থ্য গবেষণাও পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। সংস্থানটি ভবিষ্যতে বিদ্যমান পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করতে এবং ইমেজিং পরিষেবা, IPD সুবিধা এবং অন্যান্য আধুনিক গবেষণা সুবিধাগুলির বিকাশ করতে চায়।

গবাদি পশু পাচারের ছক ভেস্তে দিল ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী

দার্জিলিং ঃ গবাদি পশু পাচারের ছক ভেস্তে দিল ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। পণ্যবাহী ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গবাদি পশু। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই গবাদি পশু বোঝাই কন্টেনার ট্রাকটিকে আটক করল বিএসএফ। নিয়ম অনুযায়ী গবাদি পশু পরিবহন করতে হয় কেবলমাত্র লাইভ স্টক পারমিটের যানবাহনেই। পাশাপাশি গবাদি পশুর চিকিৎসার নথি থেকে শুরু করে চিকিৎসক এবং পর্যাপ্ত খাবার ও জল রাখতে হয় ওই লাইভ স্টক পারমিটের গাড়িতে। কিন্তু সমস্ত নিয়মকে তোয়াক্কা না করেই একটি পণ্যবাহী গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গবাদি পশু। সুত্রের খবর উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে দার্জিলিং জেলা হয়ে শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি হয়ে ওই পণ্যবাহী গবাদিপশু বোঝাই গাড়িটি যাচ্ছিল জলপাইগুড়ির দিকে। গোপন সূত্রে খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালায় বিএসএফ। ফুলবাড়ীর টোল ট্যাক্সের কাছে চলে এই অভিযান। আটক করা হয় ওই ট্রাকটি, উদ্ধার করা হয় ৫৪টি গবাদি পশু। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ১০ জনকে। নিয়ম মেনে গবাদি পশু বোঝাই ট্রাক গবাদি পশু এবং অভিযুক্তদের শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। অপরদিকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানা ১০ জন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুগত ব্যবস্থা নিয়ে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায়।

যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

মুরালিগঞ্জ ঃমুরালিগঞ্জে হিমালয়ান ২ চা কারখানা থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। মৃত যুবকের নাম প্রিয়ম দে(২১)। সে জলপাইগুড়ি জেলার সেন পাড়ার বাসিন্দা। তবে কাজের সূত্রে বিধাননগরে থাকতেন। পেশায় একজন একাউনটেন্ট ছিলেন। জানা গিয়েছে যে এদিন যখন চা বাগানের নিরাপত্তা রক্ষীরা ডাকতে যান তখন অনেক ডাকা ডাকি করার পরেও কোন সারা শব্দ না মেলায় সন্দেহ হয়। এরপরেই খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতেই দেখতে পান ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এবং পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ ম্যাডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বিধাননগর থানার পুলিশ।

২ মাসের বেতন না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ কর্মীরা

কোচবিহার ঃ এমজিএন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের সাফাই কর্মী এবং সুরক্ষা কর্মীদের বেতন পরিষদের দাবিতে এদিন ভাইস প্রিন্সিপালকে ঘেরাও করে তারা , সূত্রে জানা যায় যে , ছটপুজর সময়ও তাদের এই একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল , এরপরে আবার সেই একই দৃশ্য দেখা গেলো হাসপাতালে কর্মীদের , এই বেতন গত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালের এক কর্মী জানান যে , প্রত্যেক মাসে আমরা অনেকের কাছে যাই কাজের পাওনা টাকা নেওয়ার জন্য , তখন আমাদের ঘুরপাক খেতে হয় , ২ মাস হয়ে গেলো ৩ মাস রানিং চলছে এখনো আমাদের বেতন হচ্ছে না , তার জন্যে আজ আমরা ভাইস প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করলাম এবং আমাদের অসুবিধার বিষয়ে জানালাম । আমাদের পরিবার রয়েছে বেতন না দেওয়া হোক সংসার চালানো দায় হয়ে উঠছে , এরকম যদি হতে থাকে তাহলে আমরা চলবো কি ভাবে, আজ আমরা ভাইস প্রিন্সিপালকে জানিয়ে দিলাম আমাদের সমস্যার কথা , তিনি দুদিন সময় নিয়েছে এই সময়ের মধ্যে যদি আমাদের পাওনা আমরা না পাই তবে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো

তিস্তা নদীতে হড়পা বানের আশঙ্কা

জলপাইগুড়ি ঃ পাহাড়ের কালিঝোড়া বাঁধ থেকে জরুরি ভিত্তিতে আচমকাই প্রচুর পরিমাণ জল ছাড়া হলো তিস্তায়। এর ফলে তিস্তা নদীতে হড়পা বানের আশঙ্কা করে নদী সংলগ্ন জনবসতি এলাকায় সতর্কতা জারি করল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। বিকেল থেকেই মাইকিং করে তিস্তা নদীর পাড়ের বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন জানান, সোমবার বিকেল ৪ টার পর সেবকের কালিঝোড়া থেকে আচমকাই প্রায় পাঁচ হাজার কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে। এজন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় মাইকিং করে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে এতো বেশি পরিমাণে জল ছাড়ার জেরে জলপাইগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ সীমান্ত এলাকায় তিস্তার জলস্তর অনেকটাই বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিকেলেই জানা গেছে কালিঝোড়া থেকে প্রায় ৪০০০ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে। আর এর জেরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মেশিন খারাপ থাকায় টিকিট পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ময়নাগুড়িবাসী

ময়নাগুড়ি ঃ উত্তরপূর্ব রেলের অন্তর্গত নিউ ময়নাগুড়ি রেল স্টেশনে টিকিট সংগ্রহ করতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। মেশিন খারাপ থাকার জন্য এই সমস্যা বলেই জানা গিয়েছে রেল সূত্রে। জানা যায়, নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনের টিকিট দেওয়ার জন্য যে প্রিঃটার রয়েছে সেই মেশিন বিকল হয়ে রেয়েছে। যার ফলে টিকিট সংগ্রহ করতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। যদিও কাউন্টারের সামনে একটি নোটিশ বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষায় লেখা রয়েছে যে, ভালো কোয়ালিটির প্রিন্টার না থাকার কারণে রিজার্ভেশন টিকিট দুপুর ১টা ১০ মিনিট থেকে ইস্যু করা যাবে না। ক্যানসেলেসন অথবা ইনকোয়ারি ২টা পর্যন্ত। আর এতেই সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি পৌর এলাকার বাসিন্দা স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ময়নাগুড়িবাসী আগে থেকেই রেল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।

হাতি আচমকাই ধান খাওয়ার লোভে হানা দেন একজনের বাড়িতে

জলপাইগুড়িঃ হাতির হানা জলপাইগুড়ি তে। ভাঙল ঘর, সাবার করলো ধান। মঙ্গলবার ভোর রাতে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের খালপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভোর রাতেই পাশের বৈকন্ঠ্যপুর জঙ্গল থেকে একটি বড়ো হাতি আচমকাই ধান খাওয়ার লোভে হানা দেন একজনের বাড়িতে। সেখানে টিনের ঘর ভেঙে বস্তা ভর্তি ধান খেয়ে যান। যদিও এই ঘর ভাঙার সময় টিনের আঘাতে সামান্য আহত হয়েছে হাতিটি বলে স্থানীয়রা জানান। মাটিতে এবং ঘরের টিনের মধ্যে রক্তও পরে থাকতে দেখা গেছে। তবে সকালেও বনদপ্তরে দেখা মেলেনি। এই নিয়ে বনদপ্তরের ভূমিকায় ক্ষোভ দেখিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজনেরা। বনদপ্তরের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

১৫ই জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদ নিবেদিত নাট্যোৎসব ২০২৪

শিলিগুড়ি ঃ আগামী ১৫ই জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদ নিবেদিত নাট্যোৎসব ২০২৪। শেষ হবে ১৭ই জানুয়ারি।শিলিগুড়ি পূর্ত দপ্তরের ভবনে মেয়র গৌতম দেব নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরী, পুলক চক্রবর্তী সহ শহরের অন্যান্য বিশিষ্টজনদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান শহর শিলিগুড়ির নাট্যপ্রেমিদের সংশ্লিষ্ট প্রয়াসে তিন দিনের নাট্য উৎসব শুরু হতে চলেছে।উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদের এই প্রয়াসে থিয়েটার ছাড়াও রয়েছে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তথা থিয়েটারের আলোর মায়া জাল তাপস সেনকে নিয়ে আলোচনা।সব মিলিয়ে আরো একবার ভালো থিয়েটারের আসর বসতে চলেছে শিলিগুড়িতে।

তিস্তায় জল ছাড়তেই আরও তৎপর হলো সেনাবাহিনী

জলপাইগুড়ি ঃ গত ৪ঠা অক্টোবর সিকিম পাহাড়ে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ বন্যা হয় তিস্তায়। জলের তোড়ে সিকিমে ভেসে যায় সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প।ভেসে যায় প্রচুর সেনা জাওয়ান। একইসাথে জলের তোড়ে তিস্তা নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে আসে সেনাবাহিনীর প্রচুর পরিমানে মর্টার শেল সহ গোলা বারুদ এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী।জল কমতেই পুলিশকে সাথে নিয়ে হারিয়ে যাওয়া সামগ্রী গুলি উদ্ধার করতে নদীপারে তল্লাশি শুরু হয়। উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমানে গোলা বারুদ। সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে সেনাবাহিনী।কিন্তু যেই পরিমান গোলা বারুদ খোয়া গেছে তার অনেকটাই এখনও উদ্ধার হয়নি। তাই সেনাবাহিনীর তরফে সেগুলি উদ্ধারে তল্লাশি জারি ছিলো।জানা গেছে সেগুলি আরও দ্রুত উদ্ধারে গতকাল তিস্তার কালিঝোড়া থেকে ৪০০০ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে।রাতে সেই জল এসে পৌঁছে যায় ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তিস্তা পারে।মঙ্গলবার সকালে ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তিস্তা পারের বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে তল্লাশি অভিযানে ফের নতুন করে তৎপর হতে দেখা যায় সেনা জাওয়ান দের।পাশাপাশি তিস্তার জল বাড়ায় চাষবাসে ক্ষতির আশঙ্কা স্থানীয় কৃষকদের।

নয় দফা দাবি নিয়ে তুফানগঞ্জ থানায় ডেপুটেশন প্রদান বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতির

তুফানগঞ্জ ঃ রাজ্যের একাধিক জায়গায় সোনার দোকানে একের পর এক ডাকাতি ও হামলার ঘটনায় স্বর্ণশিল্পীদের নিরাপত্তার স্বার্থে নয় দফা দাবি নিয়ে তুফানগঞ্জ থানায় ডেপুটেশন প্রদান বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতি তুফানগঞ্জ শাখার। মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ স্বর্ণ শিল্পী সমিতির একদল প্রতিনিধি তুফানগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি নকুল রায়ের হাতে ডেপুটেশন পত্রটি তুলে দেন। এ বিষয়ে বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী সমিতি তুফানগঞ্জ শাখার সম্পাদক জীবন কর্মকার বলেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে স্বর্ণ শিল্পী তথা স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের দোকানে বিগত কয়েক মাস ধরে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটছে। এই অবস্থায় তুফানগঞ্জ শাখার স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত তাই স্বর্ণ শিল্পীদের নিরাপত্তার স্বার্থে আজ তুফানগঞ্জ থানায় নয় দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করা হলো।

শিলিগুড়ির ২২ বছরের যুবক গত ৬ ই জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন মধ্য শান্তিনগর এলাকার ২২ বছরের যুবক নাম ভোলা পাল গত শনিবার (৬ ই জানুয়ারি ২০২৪) থেকে নিখোঁজ। ভোলা পালের স্ত্রী জানান ক্যাটারিং এর কাজে যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হয় রাতেই চলে আসবে বলে কিন্তু আর ফিরে আসেনি । অবশেষে গতকাল আশিঘর ফাঁড়িতে গিয়ে নিখোঁজ ডায়েরি করেন। জাতীয় কলা উৎসবে এবার দেবীচৌধুরানীর বৃত্তান্ত তুলে ধরবে তিস্তা পারের কন্যা। প্রতিভার কাছে হার মানলো আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। আরও ভালো অভিনয়ের জন্য ছেলে বেলা থেকে নিজের সাথে নিজে লড়ে এবার জাতীয় কলা উৎসবে যোগ দিতে দিল্লি পারি দিলো তিস্তা পারের সবজি বিক্রেতার কন্যা পুনম রায়। জমিদার বাড়ির গৃহবধূ থেকে সন্যাসী বিদ্রোহের নেত্রী। তিস্তা পাড়ে আজও জীবন্ত বঙ্কিমের সেই কিংবদন্তী চরিত্র দেবীচৌধুরানীকে যেনো নিজের জীবন থেকে উপলব্ধি করে ছিলো মেয়েটি। একক নাটকে এবার সেই দেবীচৌধুরানীকে উপস্থাপনা করতে দিল্লি পারি দিলো তিস্তা পারের কন্যা।

মতাপুর পিপুলস পার্টি ইউনাইটেডের এক কর্মী বচ্চন মণ্ডলকে পুলিশ অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভমিছিল

মালদা ঃ কামতাপুর পিপুলস পার্টি ইউনাইটেডের এক কর্মী বচ্চন মণ্ডলকে পুলিশ অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার মালদহে বামন গোলার পাকুয়াহাটএলাকায় বামন গোলা থানারপুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভমিছিল করলেন কামতাপুর ইউনাইটেডের নেতাকর্মীরা। এদিন ওই মিছিলটি দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয় যা গোটা পাকুয়াহাট এলাকা পরিক্রমা করে। এদিন ওই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছেন কামতাপুর পিপুলস পার্টি ইউনাইটেডের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মন। তিনি পুলিশকে হুশিয়ারি দেন এদিন সন্ধ্যার মধ্যে ওই কর্মী বচ্চন মণ্ডলকে পুলিশ নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে আগামি কাল ২৪ঘণ্টা বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি আর ও বলেন, গত রবিবার কামতাপুর পিপুলস পার্টি ইউনাইটেডের ২৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল ওই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ওই দিন মালদহের গাজোল ব্লকের ঘাকশোল এলাকায় একটি প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ওই জনসভায় মালদা জেলার সহ উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর কর্মী সমাগম ঘটে। ওই জন সভায় যোগ দেয়ার অপরাধে সোমবার সন্ধ্যায় বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট দলীয় কার্যালয়ের ভিতর থেকে বামনগোলা থানার পুলিশ অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এদিন ওই কর্মী কে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে পুলিশের বিরুদ্ধে অ ধিক্কার মিছিল হয়। তবে ওই কর্মীকে গ্রেফতারের বিষয়ে বামন গোলা থানার পুলিশ মুখে কুলুপ এটেছেন। এদিন ওই বিক্ষোভ মিছিলে সুভাষ বর্মন ছাড়াও দলের মহিলা কর্মীরাও বিক্ষোভ দেখান।

শিলিগুড়ি কিরনচন্দ্র শ্বশানঘাটকে নতুন রুপ দেওয়ার উদ্যগ গ্রহন করে পুরসভার মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি কিরনচন্দ্র শ্বশানঘাটকে নতুন রুপ দেওয়ার উদ্যগ গ্রহন করে পুরসভার মেয়র গৌতম দেব।সেই মতো দ্বিতীয় চুল্লির পাশাপাশি সমস্থ পরিকাঠামো নতুন ভাবে তৈরি শুরু করেন।রাজ্যসভার সাংসদ ও পুরসভার অর্থে অত্যাধুনিক মাপে নতুন রুপ পেতে শুরু করে শ্বশানঘাটটি।মঙ্গলবার সেই কাজের গতি ও নতুন আরোও কি কাজ করা যায় তা দেখতে সেখানে পৌছান মেয়র।তিনি জানান,,নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় খামতি রয়েছে এই শ্বশানঘাটে।সেই কারনে পুলিশ ক্যাম্প সহ সিসি ক্যামেরায় দিয়ে মুড়িয়ে ফেলা হবে বলে জানান তিনি।খাওয়ার ক্যান্টিন থেকে থেকে বসার জায়গা সবটাই বানানো হবে বলে জানান মেয়র গৌতম দেব।পাশাপাশি শ্বশানে প্রবেশের পথটিকেও প্রসস্থ ও নতুন ভাবে করার কথা জানান তিনি।।

এলাকায় লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি মদের দোকানে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মহিলারা

শিলিগুড়িঃ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লক এর আমবাড়ির অঞ্চলমোড় সংলগ্ন গোকুলভিটা এলাকায় লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি মদের দোকানে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মহিলারা।মদের দোকানে ভাঙচুরও চালানো হয় বলে জানা গেছে । এবং সেই দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেন এলাকার মহিলারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ। এই বিষয়ে মহিলারা জানান, এলাকায় মদের দোকান থাকলে সন্ধ্যার পর মহিলারা ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়বেন।মদের দোকান এলাকায় থাকলে পারিবারিক অশান্তি আরও বাড়বে।প্রভাব পড়বে ছোট ছোট শিশুদের মধ্যেও।আমরা চাই এই মদের দোকান বন্ধ করা হোক।

এই বিষয়ে মদের দোকানের ম্যানেজার জয় দুবে জানান, গতকাল এই সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকান চালু করা হয়েছে। আজ দোকানের নীচে মহিলারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে বেশ কয়েকজন মহিলা এসে দোকানে এসে ভাঙচুর চালায়। এতে সামান্য চোট লাগে আমাদের।এই দোকান সরকারি লাইসেন্স দিয়েই খুলেছি।

নতুন রূপে সেজে উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের ডিয়ার পার্ক

মালদা ঃ নতুন রূপে সেজে উঠেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের ডিয়ার পার্ক।শীতের মরশুম পড়তেই ভিড় করেন বহু সাধারণ মানুষ। এমনকি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারীতে অবস্থিত এই পার্কে জেলার বাইরে থেকেও বহু পর্যটক ঘুরতে আসেন। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা বারদুয়ারি। এখানেই ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে ডিয়ার পার্ক। দিনের পর দিন এই পার্কের চাহিদা বাড়ছে সাধারণের মধ্যে। কারণ এখানে রয়েছে প্রায় ৩০ টি হরিণ, বিভিন্ন প্রজাতির দেশি বিদেশি পাখি, খরগোশ । এছাড়াও শিশুদের বিনোদনের জন্য নানান ধরনের খেলার সামগ্রী, পার্কের মধ্যে রয়েছে একটি পুকুর সেখানে বোটিং করার সুব্যবস্থা রয়েছে। এত কিছু টানে মানুষ এখানে ভিড় করেন। মূলত শিশুদের খেলা ঘোরার জন্য একেবারে আদর্শ জায়গা। বারদুয়ারী পার্কে প্রবেশ মূল্য মাত্র ১০ টাকা। সারা বছর বহু মানুষ এখানে আসেন। তবে শীতের মরশুমে ভিড় উপচে পড়ছে। সাধারণ মানুষের ভিড় বাড়তে থাকায় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধি করা হচ্ছে এই পার্কের। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন করে এখানে একটি সেলফি জন তৈরি করা হচ্ছে। যেখানে লেখা থাকবে আই লাভ ইউ হরিশ্চন্দ্রপুর ২। এছাড়াও শিশুদের বিনোদনের জন্য আরও বেশি করে খেলনা বসানো হচ্ছে। বিভিন্ন পশুদের বড় বড় মডেল তৈরি করা হবে পার্কের ভেতরে। পুকুরে আরও বেশি করে নৌকাবিহার করার জন্য বোট তৈরি করা হচ্ছে। এই পার্কের আশেপাশে জেলা ও জেলার বাইরে থেকে বহু মানুষ পিকনিক করতে আসেন। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত মানুষ এখানে বেশি ভিড় করেন। তবে পার্কের মধ্যে কোনরকম পিকনিক করা যায় না।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বক করোনেশন ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল শিলিগুড়ির যুবক গৌর মন্ডল।ঘটনার ৫ দিন পর উদ্ধার হল যুবকের মৃতদেহ

শিলিগুড়ি ঃ সেবক করোনেশন ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল শিলিগুড়ির যুবক গৌর মন্ডল।ঘটনার ৫ দিন পর উদ্ধার হল যুবকের মৃতদেহ।সোমবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন লালটুং বস্তি এলাকায় তিস্তা নদীর ধার থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।মৃতদেহ শনাক্ত করার পর ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, গত বুধবার দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয় গৌর মণ্ডল। এরপর সেবকে করোনেশন সেতু থেকে তিস্তা নদীতে ঝাঁপ দেয়। তাঁর আগে পরিবারের সদস্যদের ফোন করে। মাকে দেখে রাখার কথা বলে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিস্তায় ঝাঁপ দেয় যুবক। বুধবার রাতেই সেবকে যায় পরিবার। বৃহস্পতিবার শুরু হয় তল্লাশি।ঘটনার প্রায় ৫ দিন পর সোমবার লালটুং বস্তি সংলগ্ন তিস্তা নদীর ধার থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।আজ ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

চা বাগানের ন্যূনতম মজুরির বিষয় নিয়ে শিলিগুড়ির দাগাপুরে অবস্থিত শ্রমিকভবনে অনুষ্ঠিত হলো মিনিমাম ওয়েজ কমিটির একটি বৈঠক

শিলিগুড়ি ঃ চা বাগানের ন্যূনতম মজুরির বিষয় নিয়ে শিলিগুড়ির দাগাপুরে অবস্থিত শ্রমিকভবনে অনুষ্ঠিত হলো মিনিমাম ওয়েজ কমিটির একটি বৈঠক। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী মলয় ঘটক। এদিন বৈঠকশেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন এটি মিনিমাম ওয়েজ কমিটির ১৮ তম বৈঠক। মালিকপক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন রা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাদের সঙ্গে একটি সদর্থক আলোচনা হয়েছে। আগামী ৩০ শে জানুয়ারি আরো একটি বৈঠক রয়েছে আশা করা যাচ্ছে সেই বৈঠকে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

ইসলামপুর শহরে এসে পৌঁছালো রাম পাদুকা

উত্তর দিনাজপুর ঃ আগামী ১৫ই জানুয়ারি রাম পাদুকা পৌঁছাবে অযোধ্যায়, তার আগে ইসলামপুর শহরে এসে পৌঁছালো রাম পাদুকা। তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। আগামী ২২শে জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধন হতে চলেছে। তার আগে রাম পাদুকা নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছেন রাম ভক্তরা।এদিন ইসলামপুরের নেতাজি পল্লী ও ব্লকপাড়া এলাকায় এসে পৌঁছায় রাম পাদুকা। রাম পাদুকা মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন রাম ভক্তরা। রামভক্তরা উলু ধ্বনি, শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে এই পাদুকা নিয়ে শোভাযাত্রা করছেন।

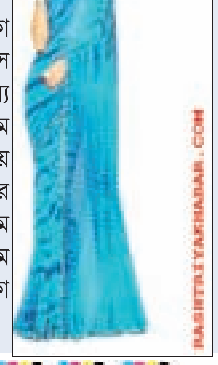

শীতের রাতে গরু পাচারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পরল তিন দুষ্কৃতি

উত্তর দিনাজপুর ঃ শীতের রাতে গরু পাচারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পরল তিন দুষ্কৃতি। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার অন্তর্গত রামগঞ্জ এলাকায়। এই দিন জানা যায় সোমবার রাত ৯টার সময় কিছু দুস্কৃতী গ্রামের উপর দিয়ে গরু নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সোমবার রাতে গ্রামের উপর দিয়ে গরু যেতে দেখে গ্রামবাসীরা চোর চোর বলে চিৎকার করে। যারা গরু নিয়ে যাচ্ছিল তারা গরু ছেড়ে পালিয়ে যাই এবং তাদের মধ্যে তিনজন কে ধরে রাখে গ্রামের মানুষ। সাথে চারটা গরু আটকে রাখছে গ্রামবাসীরা। পরের দিন সকালে গ্রামবাসীরা জানান তাদের মাঠের ফসলের উপর দিয়ে গরু নিয়ে যাচ্ছিল। মাঠের ফসল সব নষ্ট করে দিয়েছে। এই ঘটনা জানাজানি হতে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনার খবর দেওয়া হয় ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশকে, পুলিশ এসে গরুসহ তিনজনকে আটক করে।

ভুল স্বীকার করলেন বোয়িংয়ের সিইও

লন্ডন ঃ ভুল স্বীকার করলেন বোয়িং সিইও। আলাস্কা এয়ারলাইন্সের প্লেনের উড়ানের সময় বিমানের এক্সিট দরজার সিল উড়ে যায়। বিমান জরুরি অবতরণ করে।

বোয়িংয়ের সিইও ক্যালহুন জানিয়েছেন, তিনি গত সপ্তাহের ওই ঘটনার পুরো দায় স্বীকার করছেন। তিনি বলেছেন, ''আমাদের বড় ভুল হয়েছিল।'' ওই ঘটনার পর এই প্রথম বিবৃতি দিয়ে ভুল স্বীকার করলো বোয়িং।

বিমানটি যখন উপরে উঠছিল, তখন ১৬ হাজার ফিট উচ্চতায় এই ঘটনা ঘটে। এরপর বিমানটি পোর্টল্যান্ড বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। ১৭১ জন যাত্রী ও ছয়জন বিমানকর্মীর কোনো গুরুতর আঘাত লাগেনি। কিন্তু এরপর সবকটি বোয়িং ম্যাক্স ৯ বিমান চালানো বন্ধ করে সেগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রর ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড(এনটিএসবি) এখন এই ঘটনার তদন্ত করছে। তাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্যালহুন।

তিনি বলেছেন, এবার প্রতিটি পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করা হবে। এনটিএসবি খুবই দক্ষ। তারা একটা সিদ্ধান্তে আসবে। সোমবার এনটিএসবি তদন্তকারীরা বলেছেন, যে টুকরোটি উড়ে যায়, তা ঠিকভাবে লাগানো ছিল না। আলাস্কা এয়ারলাইন্স ও ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, তাদের কাছে যে বোয়িং ম্যাক্স ৯ প্লেন আছে, সেগুলি খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। প্রাথমিক রিপোর্ট হলো, কিছু হার্ডওয়ার আলগা ছিল।

এখন বিমানগুলিকে খুব ভালো করে পরীক্ষা করা হবে। বোয়িংয়ের সিইও জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করা হবে।

অনাবৃষ্টির কারণে ভারত থেকে চাল রপ্তানি বন্ধ

উচ্চ তাপমাত্রা, অনাবৃষ্টির মতো কারণে কৃষিকাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। ভারত সরকার জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে সাদা চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে। চাষিরা বিকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে পানি সাশ্রয়ের চেষ্টা করছেন।

ভারতের উত্তরে পাঞ্জাব রাজ্যে বিস্তীর্ণ ধানখেত দেখা যায়। কয়েক সপ্তাহ জুড়ে এমন খেতের অংশবিশেষ পানির নীচে থাকে। ওয়েট রাইস কাল্টিভেশন নামের ঐতিহ্যবাহী চাষের পদ্ধতির জন্য বিশাল পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়। ধান কিন্তু পানির উদ্ভিদ নয়। সেটি শুধু পানি সহ্য করতে পারে। সমস্যা হলো, বৃষ্টিপাত কমেই চলেছে। এমনকি জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষাকালেও যথেষ্ট বৃষ্টি হচ্ছে না। শুকনা মরসুমের সময় বেড়ে চলেছে। বৃষ্টি হলেও প্রবল বেগে পানি নামছে। স্থিতিশীলতা থাকছে না। ভারতীয় পানি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের দিলিপ কুমার পাণ্ডা বলেন, ''কঠিন বিষয় হলো, যথেষ্ট বৃষ্টি হচ্ছে না। ধান চাষের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে না। তাই চাষিরা ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে সেচের উপর নির্ভর করছেন।''

একদিকে বেড়ে চলা রপ্তানি, অন্যদিকে পানির অভাব। দুইয়ের মধ্যে ফারাক বেড়েই চলেছে। সে কারণে ভারত সরকার জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিয়ে সাদা চালের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে। এস অ্যান্ড পি গ্লোবালের সাম্যক পাণ্ডে বলেন, ''প্রথমেই জানতে হবে, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠনের জুলাই মাসের তথ্য অনুযায়ী চালের দাম গত ১২ বছরে সর্বোচ্চ সীমা ছুঁয়েছে। এল নিনিয়োর কারণে শুকনো আবহাওয়ার পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে সরকার আগে থেকেই রপ্তানি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারত থেকে যে

ধরনের চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেটি এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্যপণ্য।''

ভারতের চাল সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হয়। এল নিনিয়ো আবহাওয়ার কারণে বাতাস ও মহাসাগরে অস্বাভাবিক স্রোত এবং উচ্চ তাপমাত্রা ভারতের পানি সরবরাহ আরো কমিয়ে দিচ্ছে। সেখানে কৃষিক্ষেত্র বর্তমানে মিঠা পানির প্রায় ৮০ শতাংশ ব্যবহার করে।

কোনো নির্দিষ্ট খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পানিকে 'ভার্চুয়াল' বা 'হিডেন ওয়াটার' বলা হয়। কার্বন ডাই অক্সাইড ফুটপ্রিন্টের আদলে এ ক্ষেত্রেও 'ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট' হিসেব করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ধানচাষের ফুটপ্রিন্ট অত্যন্ত বেশি। প্রশ্ন হলো, খাদ্যের কতটা ভার্চুয়াল পানির প্রয়োজন? মাত্র এক কিলোগ্রাম চালের জন্য ৬০,০০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। এক লিটার কমলালেবুর রসের জন্য ৪০,০০০ লিটার পানি লাগে। এক কিলো গরুর মাংসের জন্য চাই ২০,০০০ লিটার পানি। তাহলে আরো টেকসইভাবে ধানচাষের উপায় কী? চাষিরা নতুন সমাধানসূত্রের খোঁজ করছেন। ধান চাষি গুরপ্রীত সিং বলেন, ''আমাদের দেশে প্রতি বছর পানির স্তর তিন মিটার করে কমে গেছে। কম পানি লাগে বলে আমরা সরাসরি ধানের বীজ বপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'' ডায়রেক্ট সোয়িং পদ্ধতির আওতায় ধানের বীজ সরাসরি পানিতে বপন করা হয় না। শুকনা খেতেই সেটা করা হয়। কার্যকর এই বিকল্পের মাধ্যমে সম্পদের সাশ্রয় হয়। গুরপ্রীত সিং বলেন, ''সরাসরি ধান বপন করে আমি প্রায় ২০ শতাংশ পানি সাশ্রয় করেছি। অথচ আমার ধানের মানের ক্ষেত্রে কোনো আপোশ করা হয়নি।'' নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করলে পাঞ্জাবের রাজ্য সরকার চাষিদের দেড় হাজার ভারতীয় টাকা দেবার ব্যবস্থা করেছে। চাষি ও মুদির দোকানের মালিকরা ভবিষ্যতে ভারতে প্রচলিত ধান, আদা, পিঁয়াজ ও টমোটোর মতো পানিনির্ভর খাদ্যের উপর নির্ভর না করে ফলাতে কম পানি লাগে, এমন ধরনের শস্য ও শাকসবজির আশা করছেন। এভাবে কৃষিকাজ আরো দায়িত্বশীল ও টেকসই হয়ে উঠতে পারে।

এফআইআরে তাদের নাম, হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইডি

কলকাতা ঃ রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে মার খেতে হয়েছিল তাদের। এবার তাদের নামেই এফআইআর। বিচার চেয়ে হাইকোর্টে ইডি।

গত শুক্রবার রেশন দুর্নীতি মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করতে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালিতে গেছিলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) কর্মকর্তারা। সেখানে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল তাদের। কিন্তু রাস্তাতেই তাদের উপর হামলা হয়। তাদের গাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়। শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন ইডি অফিসারেরা। এই ঘটনার পরেই পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়, যে ইডি কর্মকর্তারা ওই দিন সেখানে গেছিলেন, তাদের একজনের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত করছে। অর্থাৎ, তাকে ক্লিন চিট দেয়া যায় না। এরপরেই ওই ইডি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা এফআইআর করা হয় রাজ্য পুলিশে। বুধবার এই বিষয়টি নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ইডি কর্মকর্তারা। তাদের অভিযোগ, ইডির তদন্তে বাধা দিতে রাজ্যে সবরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদেরকেই মারা হচ্ছে, আবার তাদের বিরুদ্ধেই এফআইআর করা হচ্ছে। হাইকোর্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক, এই আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মামলাটি গ্রহণ করেছেন। চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানি শুরু হতে পারে বলে জানা গেছে।

গত শুক্রবার সন্দেশখালিতে তৃণমূলের বাহুবলী নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে গেছিলেন ইডির পাঁচ কর্মকর্তা। বাড়ির সামনে পৌঁছে তারা দেখেন দরজা বন্ধ। এলাকায় মুহূর্তের মধ্যে লোক জমতে শুরু করে। সকলেরই দাবি, তারা শাহজাহানের অনুগামী। এরপর ইডি দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই মারমুখী হয়ে ওঠে জনতা। তিনজন ইডি কর্মকর্তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করা হয়। একজনের আঘাত গুরুতর। কোনোরকমে প্রাণ হাতে করে ঘটনাস্থল থেকে পালান ইডি অফিসারেরা। পরে তারা জানান, হাতাহাতির সময় তাদের মোবাইল এবং ল্যাপটপও খোয়া গেছে। মারমুখী জনতা তা ছিনিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ।

কেন সরকারি কর্মকর্তাদের গায়ে হাত উঠল, কেন স্থানীয় প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিল না, সে প্রশ্নও উঠেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে নোটিস পাঠিয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই সোমবার হাইকোর্ট ইডির মামলা গ্রহণ করল।

গাজার পরিস্থিতি নরকের মতো ঃ বেয়ারবক

গাজা ঃ পশ্চিম তীর ঘুরে মিশরে পৌঁছেছেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক। রাফা সীমান্ত ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার আবেদন। জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী দাবি করেছেন, মিশর এবং গাজার সীমান্ত রাফা ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা প্রয়োজন। প্রতিনিয়ত সেখান দিয়ে গাজায় ত্রাণ পাঠানোর ব্যবস্থা করা দরকার। তার কথায়, গাজার পরিস্থিতি 'নরকে'র মতো। সেখানে মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া সবচেয়ে জরুরি। রাফা সীমান্ত যাতে ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে, তার জন্য জার্মানি সবরকম চেষ্টা চালাবে বলে এদিন আশ্বাস দিয়েছেন বেয়ারবক। সীমান্তে প্রতিদিন অন্তত তিন হাজার ট্রাকের লাইন পড়ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কারণ, প্রতিটি ট্রাক খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে ইসরায়েলের সেনা। ট্রাকের ওই লাইন চোখে দেখা যায় না বলে জানিয়েছেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। রাফা সীমান্তে তার অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। মার্কিন মন্ত্রী ব্লিংকেনের মতোই বেয়ারবকও গাজায় আরো বেশি মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তবে একইসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, জার্মানি সবসময় ইসরায়েলের পাশে আছে এবং থাকবে। ঐতিহাসিক কারণেই থাকবে। এদিকে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্যালাঃট ব্লিংকেনকে জানিয়েছেন, পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ইরানের উপর চাপ তৈরি করা জরুরি। লেবানন সীমান্তে ইতিমধ্যেই হেজবোল্লাহর সঙ্গে লড়াই চলছে ইসরায়েলের সেনার। হেজবোল্লাহকে সমর্থন দেয় ইরান। অন্যদিকে, হুতি যোদ্ধাদেরও মদত জোগায় ইরান। ফলে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ইরানকেই চাপ দিতে হবে বলে মনে করে ইসরায়েল। এদিকে মঙ্গলবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) একটি বৈঠক করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, গাজায় লাফিয়ে বাড়ছে অঙ্গহানির ঘটনা। বোমাগুলিতে আহত ব্যক্তিরা হাসপাতালে এলে অনেকেরই অঙ্গ কেটে বাদ দিতে হচ্ছে। যদিও ভালোভাবে চিকিৎসা দেওয়া গেলে অনেকেরই অঙ্গ কেটে বাদ দিতে হতো না বলে মনে করছে ডাব্লিউএইচও। সমস্যা হলো, গাজার হাসপাতালগুলির পরিস্থিতি ভয়াবহ। বেশ কিছু হাসপাতাল অভিযানের ফলে ভেঙে পড়েছে। হাজার হাজার মানুষ হাসপাতাল চত্বরে আশ্রয় নিয়েছে। যথেষ্ট ওষুধ নেই। চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী কম। এই পরিস্থিতিতে অঙ্গহানি আটকানোর জন্য যে ধরনের অপারেশন করা প্রয়োজন, চিকিৎসকেরা তা করতে পারছেন না। বহু ক্ষেত্রে আহত হওয়ার পর হাসপাতালে পৌঁছাতে পারছেন না রোগীরা। ফলে অঙ্গহানির ঘটনা ঘটছে। বহু শিশুর অঙ্গহানি হচ্ছে বলে এদিন জানিয়েছে ডাব্লিউএইচও।

জার্মানিজুড়ে কৃষক বিক্ষোভ, যান চলাচল ব্যাহত

বার্লিন ঃ সোমবার সপ্তাহব্যাপী আন্দোলনে নেমেছেন জার্মান কৃষকেরা। দেশজুড়ে হরতালে কার্যত অবরুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। সোমবার থেকে আন্দোলনে নেমেছেন জার্মানির কৃষকেরা। সরকার কৃষকদের তেলের দাম থেকে ভরতুকি তুলে নিয়েছে, এর প্রতিবাদে শুরু হয়েছে আন্দোলন। রাজধানী বার্লিনসহ একাধিক শহরে রাস্তায় নেমেছেন কৃষকেরা। ট্রাক্টর নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরুদ্ধ করে রেখেছেন তারা। যার জেরে সোমবার দিনভর একাধিক শহরে যান চলাচল ব্যাহত হয়। একাধিক হাইওয়েও কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে আছে। সম্প্রতি জার্মানির ওলফ শলৎসের নেতৃত্বাধীন সরকার ঘোষণা করেছিল, কৃষকদের বহু ভরতুকি দেয়া হয়। এবার সেই ভরতুকির অনেকটাই তুলে নেওয়া হবে। তখনই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কৃষকেরা। বিক্ষোভের মুখে সরকার পিছু হঠলেও কয়েকটি খাতে ভরতুকি তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে সরকার অনড় থাকে। তার মধ্যে অন্যতম তেল। কৃষকেরা এতেও খুশি নন। তাই সপ্তাহব্যাপী আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। সরকারের অবশ্য দাবি দেশের বাইরের শক্তি এবং অতি ডানপন্থিরা এই আন্দোলন পরিচালনা করছে। তাদের মদতেই ট্রাকট্রাক্টর নিয়ে কৃষকেরা রাস্তায় নেমে পড়েছেন। বস্তুত, সোমবারের আন্দোলনে একাধিক অতি দক্ষিণপন্থি পোস্টার, ফেস্টুন, পতাকা দেখা গেছে। এএফডির মতো দক্ষিণপন্থি দল সরাসরি এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে। গত কয়েকবছরে এএফডির দ্রুত উত্থান হয়েছে জার্মানিতে। গোটা দেশে প্রায় ২৪ শতাংশ ভোট আছে তাদের। এছাড়াও সাবেক চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেলের সিডিইউ, সিএসইউ এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছে। সরকারে থেকেও বামপন্থি দল এসপিডির একাংশ কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এদিকে সরকারও বিপাকে পড়েছে। চ্যান্সেলর শলৎস প্রস্তাব দিয়েছিলেন করোনার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের ফান্ড তৈরি করা হয়েছিল তা মূল বাজেটে ঢুকিয়ে নেয়া হোক। কিন্তু সাংবিধানিক আদালত তাতে রাজি হয়নি। যার ফলে অর্থ সংকট তৈরি হয়েছে। সেই সংকট মেটাতেই ভরতুকি তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।

সম্পাদকীয়

চীন নতুন আইন করে দেশপ্রেম শেখাচ্ছে

দক্ষিণ চীনের ফুঝোওতে ডিসেম্বরের ব্যস্ত ও প্রাণবন্ত এক দিনে নিম্নমাধ্যমিক স্কুলের ছাত্ররা পার্কে সমবেত হয়েছে। এই সমাবেশের উদ্দেশ্য, চীনা নেতা সি চিন পিংয়ের মতাদর্শ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। যদিও প্রকাশ্যে তারা এই সমাবেশের নাম দিয়েছে 'ওয়াকিং ক্লাসরুম অব পলিটিক্স অ্যান্ড আইডিওলজি' (হাঁটতে হাঁটতে গল্পচ্ছলে রাজনীতি ও মতাদর্শ শেখা), আদতে এই ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা শিখবে সি চিন পিং তাঁর পুরোনো পরিচিত জায়গায় ভ্রমণ করে নতুন করে কীভাবে আলোকিত হয়েছেন, সে বিষয়ে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম এভাবেই এই ক্লাসের বর্ণনা দিয়েছে। স্কুলের নিচের দিককার ছেলেমেয়েরা শিক্ষাসফরে গেছে উত্তরের উপকূলীয় শহর তিয়ানজিনের এক দুর্গে। উদ্দেশ্য, বিদেশি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীনারা কীভাবে প্রতিরোধ করেছিল, সেই করুণ ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এই শিক্ষাসফরগুলোর উদ্দেশ্য জাতীয়তাবাদী শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও পোক্ত করা। এই সপ্তাহের শুরুর দিকে আইন করে শিক্ষাব্যবস্থায় এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। 'পেট্রিয়টিক এডুকেশন ল'এর (দেশপ্রেমনির্ভর শিক্ষা আইন) উদ্দেশ্য, জাতীয় ঐক্যকে আরও জোরদার করা। এই আইনের অধীনে দেশ ও ক্ষমতাসীন চায়নিজ কমিউনিস্ট পার্টিকে ভালোবাসার বাধ্যবাধকতা আছে। এই আইন কর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এর আওতাভুক্ত হবে শিশু থেকে শুরু করে সব খাতের কর্মী, পেশাজীবী। চীনের নানা ভাবাদর্শকে একীভূত করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে এই আইন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, চীন যেন বিশ্বমঞ্চে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে মূল চালিকা শক্তিতে পরিণত হতে পারে। দেশ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে ভালোবাসতে বাধ্য করার বিষয়টি চীনে নতুন নয়। ১৯৫০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রটির অভ্যুদয়ের পর থেকেই এই বিষয়গুলো শিক্ষা, কোম্পানি কালচার (কর্মক্ষেত্রে একই ভাবাদর্শে পরিচালিত হওয়া) ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। সিএর অধীনে চীনা জাতীয়তাবাদের বিস্তার ঘটেছে। গত কয়েক দশকে সি চীনের সবচেয়ে কর্তৃত্বপরায়ণ নেতা, যিনি চীনকে বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে যেতে চান। বৈশ্বিকভাবে ক্ষমতা ও প্রাধান্যের শীর্ষে ওঠাই তাঁর উদ্দেশ্য। পশ্চিমের সঙ্গে সম্পর্কে অব্যাহত টানাপোড়েনের মধ্যে তিনি আক্রমণাত্মক কূটনীতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের নীতিকে বলা হচ্ছে 'উলফ ওয়ারিয়র' নীতি (চীন, চীনা মানুষ ও তাঁদের প্রত্যাশাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ও সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতিতে উচ্চ কণ্ঠ হওয়ার যে প্রবণতা পশ্চিমা কূটনীতিকদের আছে বলে চীন সরকার ধারণা করে, ওখানে তার জবাব দেওয়া)। দেশপ্রেমহীনসুলভ আচরণ দমনে চীনে আগেও আইন ছিল। যেমন পতাকার অমর্যাদা করা কিংবা সৈনিকদের অপমান করা। সিএর নেতৃত্বে চীনে এখন কোনো ভিন্নমত সহ্য করা হয় না। পার্টি ভায়ের বাইরে কেউ, এমনকি অনলাইনে কোনো মন্তব্য করলেও সরকারের কোপানলে পড়তে পারেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইতিমধ্যে অতি জাতীয়তাবাদের চর্চা লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। চীনকে হেলাফেলা করা হয়েছে, এমন কোনো কিছুর ইঙ্গিত লাইভ স্ট্রিম, কমেডি কিংবা বিদেশি কোনো ব্র্যান্ডে প্রকাশ পেলেই তাদের কঠোর নেতিবাচক প্রক্রিয়া এবং বর্জনের মুখে পড়তে হতে পারে। নতুন এই আইনের মাধ্যমে সি আসলে সরকারি প্রতিষ্ঠান মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে তাঁর রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিকে আরও গভীরভাবে প্রোথিত করতে চাইছেন। কিন্তু আইনটি করা হলো চীনে কোভিড১৯ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কঠোর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার কিছুদিন পরই। ২০২২এর শেষ ভাগে দেশজুড়ে এই সি সরকারের বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তরুণেরা। তা ছাড়া অর্থনীতির অধোগতি এবং তরুণদের বেকারত্বও যেকোনো সময়ের তুলনায় চীনে এখন সর্বোচ্চ। এই সময়ে আরও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেইজিং হয়তো নানামাত্রিক প্রতিবন্ধকতার মুখে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে জাতীয়তাবাদের চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করছে।

জানা অজানা

স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম জন্ম জয়ন্তী সহ রাষ্ট্রীয় যুব পালন পালন করা হবে আগামী ১২ ই জানুয়ারী তে মাতাজী আশ্রমে

প্রতি বছরের মতো ২০২৪ শে ও ১২ ই জানুয়ারী তে হাতার মাতাজী আশ্রমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী সহ রাষ্ট্রীয় যুব দিবস পালন করা হবে।এই উপলক্ষে সকাল ৯ টায় রামকৃষ্ণ মন্দিরে স্বামীজীর বিশেষ পূজা, ১০ টায় স্বামীজীর গান, ১১ টায় স্বামীজীর জীবনী ও বাণী নিয়ে আলোচনা, ১২ টায় ঠাকুরের ভোগ ও আরতি, ১২.৩০ টায় পূর্ব আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরন, বেলা ১ টায় প্রসাদ বিতরন, ২ টায় বিবেকানন্দ সাজো প্রতিযোগিতা ও প্রশ্ন উত্তর প্রতিযোগিতা, ৩ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে সকল ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও ভক্তদের আমন্ত্রণ হচ্ছে।

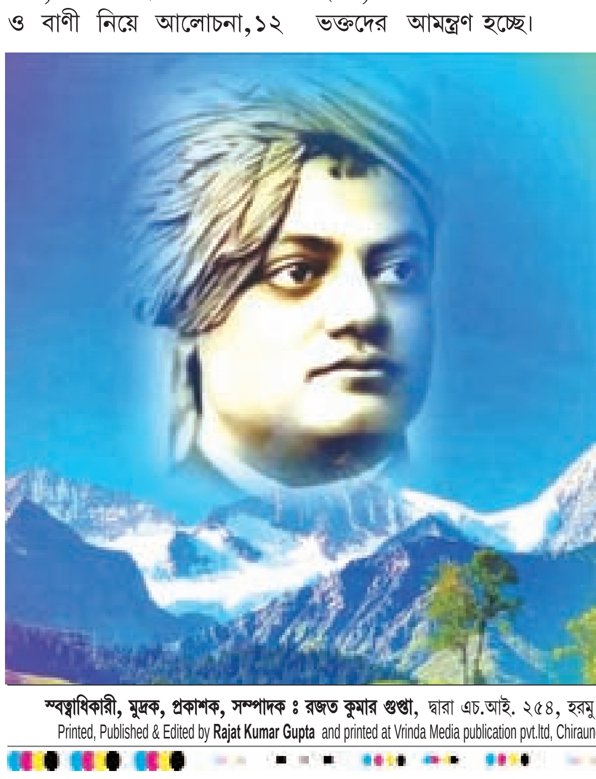

বিলকিস বানো মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বিজেপি কতটা অস্বস্তিতে?

আজ আমার কাছে সত্যিই নতুন বছর। স্বস্তি পেয়ে কেঁদেছি। দেড় বছর পরে আমি হেসেছি। আমার সন্তানদের জড়িয়ে ধরেছি। একটা বড় পাথর যেন আমার বুক থেকে সরে গিয়েছে। আমি শ্বাস নিতে পারছি, ভারতের শীর্ষ আদালতের রায়ের পর এমনটাই বলছিলেন আবেদনকারী বিলকিস বানো। সোমবার তার আইনজীবী শোভা গুপ্তার মাধ্যমে তার বক্তব্য সংবাদ মাধ্যমের সামনে রেখেছিলেন তিনি।

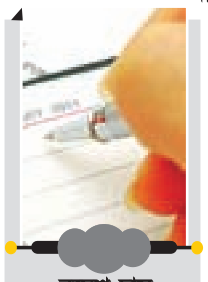

রমেশ দাস
প্রাবন্ধিক

২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার সময় বিলকিস বানোকে গণধর্ষণ এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা মামলায় ১১ জন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের সাজা কমানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গুজরাটের বিজেপি সরকার, সেই সিদ্ধান্তকে সোমবার খারিজ করে দিয়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি ভি নাগরত্ন এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ।

১১জনকে জেলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি গুজরাট সরকারের ওই সাজা কমানোর কোনও এক্তিয়ারই ছিল না, এ কথাও জানিয়েছে ভারতের শীর্ষ আদালত।

এই রায়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় দানের পর বিলকিস বানোর আইনজীবী শোভা গুপ্তা, বৃন্দা গ্রোভার এবং ইন্দিরা জয়সিং এই রায়কে 'ইতিহাসিক' বলে স্বাগত জানান।

বিলকিস বানোর লড়াইটা দীর্ঘ দিনের। তার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে আমি স্বাগত জানাই। এই ঘটনাটা কিন্তু হঠাৎ সংগঠিত কোনও অপরাধমূলক কাজ নয়। এটা হঠাৎ হয়নি। এটা পরিকল্পিত একটা অপরাধ। ওই অপরাধীরা জেল থেকে বেরোনোর পর তাদের ঘিরে তীব্র উল্লাস হয়েছে। তাদের কোনও অনুতাপ ছিল না কিন্তু, বলেছেন আইন বিশেষজ্ঞ স্মিতা চক্রবর্তী। তিনি কারা আইন সংশোধন নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন।

তবে, সমাজকর্মী শবনম হাসমি কিন্তু খুব একটা আশার আলো এখনই দেখতে পাচ্ছে না। তিনি বলেন, এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আদালত থেকে তো উল্টো রায়ও আমরা পেয়েছি। সুতরাং এর পরেও এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না তা হলফ করে বলতে পারিনা। তবে এই রায় সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, এটুকু বলতে পারি।

আইন বিশেষজ্ঞদের অনেকেই স্বাগত জানিয়েছন এই রায়কে, কেউ বা বলেছেন, 'বিজেপির কাছে শীর্ষ আদালতের কড়া বার্তা গিয়েছে'।

এই বার্তাই কি যথেষ্ট ভবিষ্যতে এ জাতীয় ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়?

সে বিষয়ে বলতে গিয়ে মানবাধিকার নেত্রী কবিতা শ্রীবাস্তব বলেন, কোনও গাফিলতির ক্ষেত্রে আদালত যে পদক্ষেপ নিতে পারে, সেই বার্তা যে গিয়েছে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। যারা এতদিন জেলের বাইরে ছিলেন, তাদের ফিরে যেতে হবে, তারপর দেখতে হবে কী হয়।

অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনের আগে এই রায় নিয়ে বিজেপিকে তোপ দাগছে বিরোধী রাজনৈতিক দল।

যেমন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী সরাসরি নিশানা করেছেন বিজেপিকে। সমাজ মাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটারে) তিনি লিখেছেন, ''সুপ্রিম কোর্টের রায় ফের দেশকে জানিয়ে দিল কারা অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিশানায় রেখেছেন মোদী সরকারকেই।

তাহলে সুপ্রিম কোর্টের রায় বিজেপি সরকারকে সত্যিই অস্বস্তিতে ফেলল কি?

বিচারপতি বিভি নাগরত্ন ও উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ তাদের রায়ে বলেছেন, দোষীদের মুক্তি দেওয়া হবে কি না সে সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ করা ও দোষীদের সাজা কমানোর করার কোনও ক্ষমতেই নেই গুজরাট সরকারের। তারা এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছে।

সিআরপিসির ধারার উল্লেখ করে দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, গুজরাট সরকারের এক্তিয়ারে এটা পড়ে না। রায়ে বলা হয়েছে, সিআরপিসির ৪৩২ (৭ বি) ধারা অনুযায়ী এই কাজের জন্য গুজরাট সরকার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নয়। মামলার শুনানি মহারাষ্ট্রে হয়েছিল। অপরাধীদের সাজা মকুবের ক্ষমতা মহারাষ্ট্রেরই আছে।

একই সঙ্গে এও বলা হয়েছে, গুজরাট সরকার 'সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে দোষীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে এই কাজ করেছে।'

শুধু তাই নয়, সাজা কমানোর জন্য 'তথ্য গোপন' ও 'মিথ্যার আশ্রয়' নিয়ে আবেদন করেছিল এক অপরাধী। তৎকালীন বিচারপতি অজয় রাস্তোগির বেঞ্চ গুজরাত সরকারকে নির্দেশ দেয় বিষয়টি খতিয়ে দেখার। কিন্তু অপরাধীদের মুক্তির কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে গুজরাট সরকার যা করেছে তা 'প্রতারণার' সামিল বলেও মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ১১জন অপরাধীকে দুই সপ্তাহের মধ্যে জেলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন অস্বস্তিতে বিজেপি সরকার?

গুজরাটের গোধরার জেল থেক ২০২২ সালের ১৪ই আগস্ট গণধর্ষণ এবং খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ওই ১১জন অপরাধী 'মুক্তি' পান। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছরের উদযাপন উপলক্ষে সে সময়ে সাজাপ্রাপ্তদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

ওই ১১জন অপরাধীও এই তালিকায় ছিলেন। তাদের সাজা কমানোর পক্ষে গুজরাট সরকারের যুক্তি ছিল দোষীরা ইতিমধ্যে ১৪ বছর জেল কেটেছেন। তাদের বয়স, জেলে থাকাকালীন আচার আচরণ, অপরাধের ধরন দেখে সাজা কমানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট তার বক্তৃতায় নারীদের সম্মানের বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, নারীদের অসম্মানের বিষয়টি অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টি তাকে যন্ত্রণা দেয়।

এরপরেই বিরোধীরা সরব হন প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই নারীদের সম্মানের কথা ভাবেন তাহলে ঠিক তার আগের দিন কীভাবে বিলকিস বানোর ধর্ষকরা ছাড়া পেল।

এদিকে, জেল থেকে বেরনোর পরই তাদের সংবর্ধনা দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা। ফুলের মালা পরিয়ে ও মিষ্টি খাইয়ে তাদের স্বাগত জানানো হয়।

বিজেপি বিধায়ক সিকে রাউলজি তাদের তাদের 'সংস্কারী ব্রাহ্মণ' বলে প্রশংসাও করেন। সাজাপ্রাপ্তদের মুক্তির পর থেকেই অনেকেই সরব হয়েছিলেন কী ভাবে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্তরা ছাড়া পেলেন এই প্রশ্ন তুলে।

সমাজকর্মী, আইনবিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট নাগরিকরাও সরব হন। সরব হয় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। মুক্তির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়। বিলকিস বানোও দ্বারস্থ হন শীর্ষ আদালতের। শুনানি শুরু হলে কেন্দ্র সরকার ও গুজরাট সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত নথি চেয়ে পাঠানো হয়। অভিযোগ, রাজ্য সরকার সেই নথি দিতে চায়নি।

পরে অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের অনড় অবস্থান দেখে ১১ জনের মুক্তি সংক্রান্ত নথি জমা দেয় তারা। শুনানি চলাকালীন একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল গুজরাট সরকারকে। সুপ্রিম কোর্ট এও জানতে চেয়েছিল, কেন বেছে বেছে ওই ১১জনকেই মুক্তি দেওয়া হল সে সময়ে।

গত বছর এই রায়ের শুনানি শেষ হয় এবং সোমবার ছিল তার রায় দান।

বিরোধীদের বক্তব্য

সুপ্রিম কোর্টের রায় আসার পর থেকেই বিজেপিকে নিশানায় রেখে সরব হয়েছে বিরোধীরা।

কংগ্রেসের মুমতাজ পটেল সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, এই ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছিল ছাড়া পাওয়ার পর। অথচ বিলকিস বানো ও তার পরিবার কোনোদিন এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারেননি। ক্রমাগত তাদের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। ওই অপরাধীরা কোনও ক্ষমার যোগ্য নয়।

অন্যদিকে রাহুল গান্ধী সরাসরি তোপ দেগেছেন বিজেপিকে। তিনি বলেন, নির্বাচনী মুনাফার জন্য ন্যায়কে হত্যা করার প্রবৃত্তি গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। বিলকিস বানোর লড়াই অহঙ্কারী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়ের প্রতীক।

সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাট বিলকিস বানোর ঘটনাটিকে 'সবচেয়ে বর্বর ও ঘৃণ্য অপরাধ' বলে মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। বিজেপির উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে এই অপরাধীদের কেউ মুক্তি দিতে পারে?

তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র বিলকিস মামলায় অন্যতম আবেদনকারী ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তিনি সমাজ মাধ্যমে বলেন, সুপ্রিম কোর্ট বিলকিস বানোকে অবশেষে বিচার দিয়েছে । যখন শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছিল ¯ তোমার কী দরকার বিলকিস এর হয়ে লড়াই করার? আমি মনে করি যে চুপ করে অন্যায় যে সহে, সেও ততটাই দোষী। এই ঐতিহাসিক রায় ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে এনেছে।

এ জন্য মহুয়া মৈত্রর প্রশংসা করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জয়নগরের প্রশাসনিক সভায় পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কৃত মহুয়া মৈত্রের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ''বিলকিসের ধর্ষকদের জেলে পাঠাতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলায় পক্ষ ছিলেন মহুয়া। তাই এটা তৃণমূলের বড় জয়। প্রসঙ্গত, নারী কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্থা এবং আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড়দের প্রতিবাদের পর কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে বিজেপি সরকার। আদালতের সাম্প্রতিক রায় সেই অস্বস্তিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন বিরোধীরা।

সেই প্রসঙ্গ টেনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, সুপ্রিম কোর্ট যে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে, তাকে স্বাগত জানাই। ধর্ষকরা ছাড়া পেয়ে যাবে এটা হতে পারে না। বিলকিস বানোর ঘটনাতেই কি শুধু এটা হয়েছে? নারী কুস্তিগিরদের সঙ্গেও তো একই ঘটনা ঘটেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতামত

পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস জাতীয় প্রেসিডেন্ট কবিতা শ্রীবাস্তব বিবিসি বাংলাকে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে গুজরাত সরকারের সঙ্গে অপরাধীদের যোগসাজশ ছিল। যদি গুজরাট সরকার বিলকিস বানোর জন্য ন্যায় বিচার চাইত, সুপ্রিম কোর্টের কাছে তার আগের রায়ের বিষয়ে জানতে চাইতে পারত। কিন্তু তারা তা করেনি। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে গুজরাত সরকারের সঙ্গে দোষীদের মধ্যে যোগসাজশ ছিল।

রায়ের অন্য একটি দিকও তুলে ধরেন তিনি। গণধর্ষণ এবং খুনে অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম রাধেশ্যাম শাহের বিরুদ্ধে সত্য গোপনের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তির কথা বলা হয়নি। তিনি প্রথমে আদালতের কাছে রেমিশনের আর্জি জানিয়েছিলেন।

মিজ শ্রীবাস্তব বলেন, পিটিশনার রাধেশ্যাম শাহ কিন্তু আদালতের কাছে সত্য গোপন করেছিল। যদিও তার কোনও শাস্তির কথা রায়ে বলা হয়নি। অবশ্য, আদালত অবমাননার জন্য যে কেউ এখন মামলা দায়ের করতে পারেন।

শীর্ষ আদালতের রায় যে বিজেপির কাছে পৌঁছেছে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

তার কথায়, সাজা কমানোর পর ওই ১১ জন দোষী ছাড়া পেলে তাদের সম্মানিত করা হয়েছিল। তাদের সংস্কারীও বলা হয়েছিল। গুজরাটের বিজেপি সরকার তাদের সম্মানিত করেছিল। অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু ওই রেমিশনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়েছিল। তাই শুধুমাত্র গুজরাত সরকার নয়, আদালতের এই কড়া বার্তা কিন্তু শীর্ষস্তরেও গিয়েছে।

আইন বিশেষজ্ঞ স্মিতা চক্রবর্তীও এ বিষয়ে তার মতামত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রেমিশন এবং আগাম ছাড়া পাওয়ার মধ্যে আইনি পার্থক্য রয়েছে। সবাই রেমিশন পেতে পারেন না। অপরাধের ধরন এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রেমিশন দেওয়া হয়। কিন্তু গুজরাত সরকার যার ভিত্তিতে ওই অপরাধীদের রেমিশন দিয়েছিল, তাতে কিছুল গলদ রয়েছে। পক্ষপাতদুষ্ট ওই পদক্ষেপের বিষয়টিও কিন্তু দেখা উচিত।

তার কথায়, প্রতিষ্ঠানগত পক্ষপাতদুষ্ট পদক্ষেপ বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে তা আবারও হবে। ইনস্টিটিউশনাল বায়াসের বিষয়টিকেও দেখা উচিত। এই রায়ে কিন্তু সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। কাজেই বিজেপি সরকারের জন্য এই রায় বড় ধাক্কা সেটা বলা যাচ্ছে না। আদালত একটি নির্দিষ্ট কেসের মেরিটে এই রায় দিয়েছে, তিনি বলেন।

তবে অপরাধীরা চাইলে রেমিশনের জন্য আবেদন করতে পারেন মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে। তাই লড়াই এখনই শেষ, এমনটা নাও হতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সমাজকর্মী বলেন, মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে ওই ১১জন রেমিশন চাইতে পারেন। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু সেখানেও তো বিজেপি সরকার।

ভোটে প্রভাব ফেলবে?

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছে সব দল। বিরোধীদের কেউ কেউ বলছেন, ভোটের আগে এটা বিজেপির জন্য বড় ধাক্কা। এ বিষয়ে অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। তার কথায়, ভোটের রাজনীতি কিন্তু আলাদা। বিলকিস বানোর ঘটনা আমাদের মতো যারা উদারনৈতিক, আইনের শাসন এবং সংবিধান মেনে চলি, তাদের কাছে একটা বড় ইস্যু। কিন্তু এটা সাধারণ মানুষ, বিশেষত গুজরাতের মানুষের কাছে বড় ইস্যু নয়।

সাময়িকী

নিবেদিতার মতো আমিও মনে করি যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ : নেতাজী

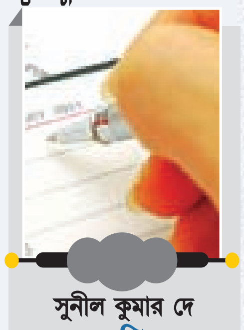

সুনীল কুমার দে
প্রাবন্ধিক

শুধু ভারত বর্ষে বলে নয় সারা পৃথিবীতে স্বামীজী ও নেতাজী খুবই প্রিয় ও পরিচিত নাম।স্বামীজী অর্থে স্বামী বিবেকানন্দ আর নেতাজী অর্থে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র।স্বামী বিবেকানন্দ ভারত আত্মা ও স্বয়ং ভারত বর্ষ।স্বাধীনতা আন্দোলনের পিতামহ আর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক,হিরো ও ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।নেতাজী সুভাষ চন্দ্র সৎ শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর শিক্ষা গুরু বেণী মাধব দাসের কাছে ও চিত্তরঞ্জন দাস ছিলো তাঁর রাজনৈতিক গুরু কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর আসল গুরু,আধ্যাত্মিক গুরু।স্বামীজীর কাছ থেকে দেশ কে ও মানুষ কে ভালো বাসতে শিখেছিলেন।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ভগবত ভক্তি,সেবা,ত্যাগ ও ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ। নেতাজির কিছু কথা এখানে উল্লেখ করছি তাহলেই বোঝা যাবে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ কিভাবে তাঁর জীবন কে প্রভাবিত করেছিলেন।নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তা কি করে ভাষায় প্রকাশ করবো। তাঁদের পুন্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। নিবেদিতার মতো আমিও মনে করি যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। আজি যদি তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমার গুরু হতেন। অর্থাৎ তাঁকে নিশ্চয়ই আমি গুরু পদে বরণ করতাম ।যাই হউক যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন রামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত হয়ে থাকবো এ কথা বলা বাহুল্য। স্বামীজী ত্যাগে বেহিসেবী, কর্মে বিরামহীন,জ্ঞানে গভীর ও বহুমুখী আবেগে আত্মহারা,অন্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণে নির্মম অথচ শিশুর মতো সরল।আমাদের এই জগতে সত্যই বিরল ব্যক্তিত্ব তিনি।আমি ঘন্টার পর ঘন্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের সম্বন্ধে কিছুই বলা হবে না,এমনি তিনি মহান,এমনি তাঁর বিরাট জটিল চরিত্র।নেতাজী এখানেই ক্ষান্ত হন নি।স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরো বলেছেন, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেবের সাথে এক যোগে না দেখলে স্বামীজী কে যথার্থ ভাবে বিচার করা যাবে না।স্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়েই বর্তমানের মুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হয়েছে।ভারত বর্ষ কে যদি স্বাধীন হতে হয় তবে তাকে হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের বিশেষ আবাস ভূমি হলে চলবে না,তাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একত্র বাস ভূমি হতে হবে।রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের যে বাণী ধর্ম সমন্বয় তা ভারতবাসী কে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে হবে।স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ,ধর্ম ও বিজ্ঞানের,অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

নেতাজীর মুল শক্তি ছিলো আধ্যাত্মিকতা যা তিনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।অনেকেই নেতাজিকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা কে বাদ গিয়ে দেখেন ও দেখতে চান তাই তাঁরা প্রকৃত নেতাজী কে খুঁজে পান না।নেতাজী সমাজ তন্ত্র ও সাম্য বাদ নিয়ে অনেক বড় কথা বলেছেন।তিনি বলেছেন, সমাজ তন্ত্র কালমার্ক্সের পুঁথিতে জন্ম হয় নি।ভারতের শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতায় সমাজতন্ত্রের জন্ম।বর্তমানে ভারতবর্ষে সমাজ তন্ত্র বিবেকানন্দের বাণীতে উদবুদ্ধ ও চিত্তরঞ্জনের সাধনায় বাস্তবায়িত।নেতাজী আরো বলেছেন চরিত্র নির্মাণের জন্য ও মানুষ গড়ার শিক্ষা আমরা কেবল স্বামীজীর কাছ থেকেই পেতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সব থেকে মূল্যবান কথা, আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে যদি কিছুশিখে থাকি তবে তা তাঁর দেশপ্রেম। এই হলো নেতাজী,এই হলো স্বামীজী।প্রণাম জানাই দুই গুরু ও শিষ্যকে।

পাঠকের চিঠি

আফ্রিকার মোজাম্বিকে নিরাপত্তাহীনতায় প্রবাসীরা

দক্ষিণপূর্ব আফ্রিকায় অবস্থিত একটি দেশ মোজাম্বিক। যার রাজধানী মাপুতো। প্রায় ৩৪৮ বর্গকিলোমিটারের এই মাপুতো ব্যাপক প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। মোজাম্বিকের সরকারি ভাষা পর্তুগিজ হলেও পাশাপাশি সংগা, মোওয়ানি, চেওয়া, সোয়াহিলি ভাষাভাষী মানুষের বসবাস দেশটিতে। এ ছাড়াও রয়েছে প্রায় কয়েক হাজার বাংলাদেশি প্রবাসী। যারা উক্ত দেশে বিভিন্ন ব্যবসাবাণিজ্যে যুক্ত থাকাসহ নানা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছে। এসব বাংলাদেশি প্রবাসীদের অধিকাংশকেই নিজেদের জানমালের অনিশ্চয়তা থেকে শুরু করে নানা হয়রানি আর নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকতে হয়। প্রবাসীরা দেশের মায়া ত্যাগ করে পাড়ি জমান প্রবাসে। নিজের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও পরিবারকে স্বাবলম্বী করার স্বপ্ন থাকে তাঁদের চোখে। এমন আশায় প্রবাসে পরবাসী হলেও আজকাল তাঁদের চোখে ঘুম নেই। বলতে গেলে, গত এক দশকে মোজাম্বিকে যে ১৫ হাজার বাংলাদেশি পৌঁছেছেন, তাদের বেশির ভাগই চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দা। এর মধ্যে বড় একটি অংশের বাড়ি বাঁশখালী উপজেলায়। সম্প্রতি মোজাম্বিকে এক বাংলাদেশি প্রবাসীকে আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে ডাকাত দল। এ প্রবাসী বাঁশখালীর বাসিন্দা। এমন নির্মম ঘটনায় উক্ত দেশে বসবাসকারী অন্যান্য বাংলাদেশি প্রবাসীদের মনে কাজ করছে নানা ভয় আর উৎকণ্ঠা। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার এই দেশে বেড়েছে খুন, গুম, চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। ভুক্তভোগীদের অধিকাংশই প্রবাসী ব্যবসায়ী। তাঁদের অনেকে পরিবারসহ দেশটিতে আছেন। দীর্ঘদিন ধরে পরিবারপরিজন নিয়ে মোজাম্বিকে থাকলেও দেশটির শহরগ্রাম সর্বত্রই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বাংলাদেশিরা। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, মোজাম্বিকে কেউ মারা গেলে তাঁর মরদেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে ভোগান্তির শেষ থাকে না। কয়েক লাখ টাকা তো খরচ হয়ই, সেই সঙ্গে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। পর্তুগালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোজাম্বিকের অনাবাসিক হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু মোজাম্বিকের প্রবাসী বাংলাদেশিদের দাবি, দেশটিতে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে একজন হাইকমিশনার প্রেরণ করা হোক। মোজাম্বিকে বাংলাদেশের হাইকমিশন থাকলে প্রবাসীদের অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগ লাঘব হবে।

তৌহিদউল বারী, ঢাকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

রাহুল গান্ধীর প্রস্তাবিত ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা ঘিরে রাজ্যজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক

কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈ এটাকে সিংহের যাত্রা বলে আখ্যা দিলেও এর বিপরীতে অগপ সভাপতি অতুল বরার বুড়ো সিংহ বলে মন্তব্য, বদরুদ্দিন আজমলের শিয়াল বলে আখ্যা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আগামী ১৪ জানুয়ারি থেকে মনিপুরের ইম্ফলে শুরু হতে চলেছে রাহুল গান্ধীর প্রস্তাবিত ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা। এই যাত্রা সম্পর্কে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করার মধ্যেই বিষয়টি ঘিরে বর্তমান রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈ রাহুল গান্ধীর প্রস্তাবিত ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রাকে সিংহের যাত্রা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এর বিপরীতে অগপ সভাপতি অতুল বরা বলেন সিংহের যাত্রা কিন্তু বুড়ো সিংহ। তবে সিংহ কিংবা বুড়ো সিংহ নয় এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল বিষয়টিকে শিয়াল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা আগামী ১৪ জানুয়ারি মনিপুরের ইম্ফল থেকে শুরু হতে চলেছে। যেটার অন্ত পড়বে মুম্বাইয়ে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা অসমের শিবসাগর জেলার আমগুড়িতে প্রবেশ করবে ১৮ জানুয়ারি। উজান অসম থেকে নিম্ন অসম পর্যন্ত মোট ৮ দিন ধরে রাজ্যে অব্যাহত থাকবে এই যাত্রা। এক্ষেত্রে অসমের ৮৩৩ কিলোমিটার পথ যাত্রা করে ২৫ জানুয়ারি রাজ্যে এই যাত্রা শেষ করে অসম থেকে বেরিয়ে যাবেন রাহুল গান্ধী। তার এই প্রস্তাবিত ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা দেশের ১৫ টি রাজ্যের মাঝে দিয়ে যাবে। তাছাড়া এই যাত্রা ১১০ টি জেলা, ১০০ টি লোকসভা কেন্দ্র এবং ৩৩৭ টি বিধানসভা কেন্দ্র অতিক্রম

করে মুম্বাই পৌঁছাবে। যেহেতু এই যাত্রার অন্তর্গত অসমে ৮ দিন সময় পার করবেন রাহুল গান্ধী। ফলে স্বাভাবিকভাবে ন্যায় যাত্রাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এক্ষেত্রে নানা প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছাড়াও দলের ২৭ টি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে ইতিমধ্যে জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

তবে এবার তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাহুল গান্ধীর প্রস্তাবিত ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা ঘিরে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে নানা জীবজন্তুর নাম উচ্চারিত হচ্ছে। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন রাহুল গান্ধী সিংহের মতন এই যাত্রা শুরু করতে চলেছেন। এবার সিংহ যখন বেরোবে তখন জঙ্গলে থাকে অন্যান্য জীবজন্তুরা স্বাভাবিকভাবে ভয় করবে। তাছাড়া সিংহের বিরুদ্ধে অন্যান্য জীবজন্তুরা একত্রিত হওয়া স্বাভাবিক। রাহুল গান্ধীর যাত্রা ঘিরে রাজস্থানের বিজেপির একটি একজন বড় নেতারা মন্তব্যের মাধ্যমে দলটির ভয় প্রকাশ পেয়েছে। কারণ দলটি ভাবছে রাহুল গান্ধী যদি পুনরায় এই ধরনের যাত্রা শুরু করেন তাহলে বিজেপির উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ফলে ক্ষেত্রে বিজেপিকে ভয় না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ।

এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অগপ সভাপতি অতুল বরা। তিনি বলেন কংগ্রেসের তথা রাহুল গান্ধীর প্রস্তাবিত এই ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা অর্থহীন। একই সঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈর মন্তব্যের পাল্টা হিসেবে সিংহকে বুড়ো সিংহ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। অগপ সভাপতি বলেন কংগ্রেসের ন্যায় যাত্রা সম্পর্কে নানা ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে রাহুল গান্ধী কিংবা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী অথবা কংগ্রেসের যত নেতা এসে হাঁটলে কিংবা যাত্রা করলে কোনও লাভ হবে না। কারণ কংগ্রেসের কথায় এবার সাধারণ মানুষের মন গলবে না। অসমে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে সেটা তাদের অন্যায় অবিচার এবং দুর্নীতির জন্য সংঘটিত হয়েছে। কংগ্রেস যদি ন্যায় যাত্রার কথা বলে সেটা ভূতের মুখে রাম নামের মতো অবস্থা। সাংসদ গৌরব গগৈ কংগ্রেসকে এক প্রতীকি হিসেবে সিংহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু এই সিংহ বর্তমান যুব নয় বরং বুড়ো হয়ে গেছে। কংগ্রেসের কাজকর্মের জন্য মূলত দলটির অপকর্ম দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারের জন্য কংগ্রেসের সেই গর্জন অথবা সিংহের সেই গর্জন রাজ্যবাসি শুনতে পাবেন না। ফলে এটা বুড়ো সিংহ বলে মন্তব্য করেছেন অসম গণ পরিষদের সভাপতি অতুল বরা।

অন্যদিকে রাহুল গান্ধীর অসমে ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রা করে কোনো লাভ হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ এই যাত্রাকে সিংহের যাত্রা বলে উল্লেখ করলেও এর বিপরীতে তিনি এটাকে শিয়াল বলে আখ্যা দিয়েছেন। এআইইউডিএফ সভাপতি বলেন তার এলাকায় রাহুল গান্ধীকে নিয়ে আসছে কংগ্রেস। চাপড়ে দুইদিন থাকবেন রাহুল গান্ধী। ফলে এক্ষেত্রে তাকে প্রস্তুতি নিতেই হবে। তবে রাহুল গান্ধী এতো বড় নেতা হননি। ঠিক আছে উনি অসমে আসবেন। তিনি যেহেতু এখনো বিবাহবন্ধন আবদ্ধ হননি, তাছাড়া তিনি একজন যোগ্য ব্যক্তি দেখতেও সুন্দর। ফলে তাকে দেখার জন্য বহু যুবতীরা সেখানে যাবেন এই আশায় যে হয়তো রাহুল গান্ধী নজর তাদের উপর পড়বে। কোনও যুবতীর উপরে রাহুল গান্ধীর যদি নজর পড়ে যায় তাহলে সেই যুবতীর জীবন সফল হয়ে যাবে। এর জন্য রাহুল গান্ধীর এই যাত্রায় ব্যাপক লোকের সমাগম হবে। প্রচন্ড ভিড়ও হবে। কিন্তু মানুষ ভোট দেবেন না। আলটিমেটলি পরাজয় নিশ্চিত। পূর্ব নির্ধারিত একটি অথবা দেড়টি আসন যেটা রয়েছে সেটাই থাকবে। একটি আসনও বাড়াতে পারবেনা কংগ্রেস। তবে নেহেরু পরিবারের সদস্য হিসেবে রাহুল গান্ধীকে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন। এর আগেও রাহুল গান্ধী ভারত জড়ো যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে কি হলো সবাই জানেন। ফলাফল উল্টো হয়ে গেল বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল।

লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির লক্ষ্যে রাজ্য সফরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা

বুধবার কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠেয় দলের কার্য নির্বাহক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে রণকৌশল নির্ধারণের সম্ভাবনা ব্যক্ত সভাপতি ভবেশ কলিতার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাসক দল বিজেপির মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এবার দলের রণকৌশল নির্ধারণ করার জন্য অসম সফরে আসতে চলেছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডা। তিনি বুধবার গুয়াহাটি মহানগরের শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠেয় দলের কার্য নির্বাহক বৈঠকে অংশগ্রহণ করে নির্বাচনের জন্য রণকৌশল নির্ধারণ করবেন বলে জানালেন রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি জানান কার্য নির্বাহক এখন বৈঠকের পর বুধবার সন্ধ্যায় দলের মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ি ভবনে বিজেপির কোর কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তীকালে নির্বাচন সংক্রান্তে এক পৃথক বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য বিজেপি ইতিমধ্যে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য মন্ত্রী, বিধায়ক এবং দলের জ্যেষ্ঠ কার্যকর তাদের দায়িত্ব প্রদান করার মাধ্যমে সাংগঠনিক কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যে রঙিয়ার হরদত্ত বীরদত্ত ভবনে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার উপস্থিতিতে দলের আটটি মোর্চার পদাধিকারীদের সঙ্গে মোর্চার সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাছাড়া বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব কৃষক মহিলা এবং যুব প্রজন্মের জন্য ৭০ দিনে ১১ টি বিশেষ কার্যসূচি গ্রহণ করেছে। এবার দলটি ২০২৪ সালের প্রথম কার্য নির্বাহক বৈঠক আযোজন করতে চলেছে। রাজ্য বিজেপি আসন্ন দিনগুলোতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করা এই কার্যসূচী অনুসরণ করে কৃষক মহিলা এবং যুব প্রজন্মের জন্য কর্মপদ্ধতি সুনিশ্চিত করবে। সেই হিসেবে আগন্তুক দিনে যুব মোর্চার নেতৃত্বে নব ভোটার সম্মেলন এবং মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে হিতাধিকারী সম্মেলন আযোজন করা হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

বুধবার শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে প্রস্তাবিত এই কার্য নির্বাহক সভায় দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা অংশগ্রহণ করতে চলেছেন। রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার সভাপতিত্বে আযোজিত এই সভায় অংশগ্রহণ করবেন কার্য নির্বাহক মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং রামেশ্বর তেলি, জাতীয় সম্পাদক তথা সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, দলের প্রভারী বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা, উত্তর পূর্ব ভারতের সমন্বয়ক তথা কেন্দ্রীয় নেতা সম্বিত পাত্র, সহ সমন্বয়ক ঋতুরাজ সিনহা, রাজ্য সরকারের প্রতিজন বিজেপি মন্ত্রী, দলের সাংসদ এবং বিধায়ক, রাজ্য বিজেপির পদাধিকারী, জেলা সভাপতি জেলা প্রভারি, রাজ্য বিজেপির প্রতি জন কার্য নির্বাহক সদস্য প্রমুখ অংশগ্রহণ করবেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার প্রস্তাবিত অসম সফরকে কেন্দ্র করে দলের কার্যকর্তাদের মনোবল আর অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। দলটির কার্যকর্তারা অধিক উৎসাহে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য কাজে লেগে পড়বেন বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য সভাপতি ভবেশ কলিতা। তিনি জানান শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে প্রস্তাবিত এই কার্য নির্বাহক সভার পর রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে বুধবার সন্ধ্যায় কোর কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেই বৈঠকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তাছাড়া এক্ষেত্রে যাবতীয় রণকৌশল নির্ধারণের পর দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সতীর্থদের উপযুক্ত পরামর্শ এবং নির্দেশ দেবেন। বৃহস্পতিবার সকালে মহানগরের জালুকবাড়ি স্থিত পিডব্লিউডি গেস্ট হাউসে দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন কেন্দ্রিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। মূলত এই কয়েকটি বৈঠকের মাধ্যমে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসের জন্য দলের যাবতীয় কার্যসূচী চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা।

বাঘমুন্ডি এলাকায় এক নাবালিকাকে ধর্ষনের চেষ্টার অভিযোগে পুরুলিয়া জেলা আদালতের তোলা হলো, ধৃত তিনজন অভিযুক্তকে

পুরুলিয়া (সুধীর)ঃ বিবরণে জানা যায় ৮ ই জানুয়ারি পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি এলাকায় এক নাবালিকাকে একা পেয়ে তিন জন নির্জন এলাকায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষনের চেষ্টা করলে ঐ নাবালিকা চিৎকার করলে তিন জনেই তাদের মোটর সাইকেল ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে ঐ নাবালিকার বাবা বাঘমুন্ডি থানায় অভিযোগ দায়ের করলে রাতেই বাঘমুন্ডি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে রাহুল পরামানিক, কৃষ্ণ পরামানিক ও মন্টু মাহাতো কে গ্রেফতার করে। তিনজন অভিযুক্তদের মধ্যে দুজনের বাড়ে ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা নিমডিতে এবং একজনের বাড়ি বাঘমুন্ডি এলাকায়। মঙ্গলবার অভিযুক্ত রাহুল পরামানিক ও মন্টু মাহাতো কে পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হয় এবং কৃষ্ণ পরামানিক অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তাকে শিমুলিয়া জুভেলাইন আদালতে তোলা হয়। তিনজনের মধ্যে একজন একজন অভিযুক্তকে হেফাজতে নেয় বাঘমুন্ডি থানার পুলিশ। নির্যাতিতা নাবালিকাটির ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয় পুরুলিয়া দেবেন মাহাত গভর্মেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

টুকরো খবর

বদরুদ্দিন আজমলের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন ফলে তাকে ফের হিন্দু ধর্মে ফিরে আসার আহ্বান মন্ত্রী অশোক সিংহলের

মুসলমান মেয়ে যুবতীদের মেকআপ সংক্রান্তে মন্তব্যের জেরে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর স্পষ্টিকরণ আজমলের

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ এরই মধ্যে ভগবান রাম এবং অযোধ্যার রাম মন্দির সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল। এবার এর জবাব দিলেন মন্ত্রী অশোক সিংহ। মন্ত্রী বলেন বদরুদ্দিন আজমল তাকে সমালোচনা করলে তিনি সেটা মেনে নেবেন। কিন্তু তিনি যেন ভগবান রাম কিংবা অযোধ্যার রাম মন্দিরের সমালোচনা না করেন। তাছাড়া বদরুদ্দিন আজমল আরব দেশ থেকে আসা মুসলমান নয়। তিনি ভারতে ধর্মান্তর হওয়া মুসলমান। ফলে আজমলের পূর্বপুরুষ হিন্দু অর্থাৎ ভগবান রাম ছিলেন। ফলে এবার আজমলকে ফের হিন্দু ধর্মে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যা মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে। অযোধ্যা মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি রাজ্যের প্রায় ৬০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সত্রাধিকারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু রাম মন্দিরের এই উৎসব সংক্রান্তে ব্যাপক প্রস্তুতি অব্যাহত থাকার মধ্যেই ভগবান রামের সমালোচনা করেছিলেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী অশোক সিংহল। তিনি বলেন এভাবে ভগবান রামের সমালোচনা করা তার উচিত হয়নি। ভগবান রাম হিন্দুদের জন্য আস্থার চূড়ান্ত রূপ। অশোক সিংহল বলেন বদরুদ্দিন আজমল চাইলে তার

সমালোচনা করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তিনি আপত্তি করবেন না। কিন্তু ভগবান রামের সমালোচনা না করার জন্য আজমলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন বদরুদ্দিন আজমলের একটি কথা জানা দরকার যে ভারতে বসবাস করা প্রতিজন হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চিয়ানদের পূর্বপুরুষ হলেন ভগবান প্রভু রাম। এমনকি ভগবান রাম বদরুদ্দিন আজমলেরও পূর্বপুরুষ। কারণ ভারতে বসবাস করে মুসলমানরা প্রত্যেকে ধর্মান্তরিত। তারা আরব দেশ থেকে আসা মুসলমান নন। এখানে হিন্দু ধর্মান্তর হয়ে বদরুদ্দিন আজমল হয়েছেন। ফলে প্রভু রামের বিরোধিতা করা তার উচিত নয়। প্রয়োজন হলে তার বিরোধিতা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন অশোক সিংহ। এবার বদরুদ্দিন আজমল যদি নিজের পূর্বের ধর্মে ফিরে আসেন তাহলে তাকে তিনি স্বাগত জানাবেন। একটি শ্রেষ্ঠ পরম্পরা সংস্কৃতি ঐতিহ্য থাকা ধর্মে বদরুদ্দিন আজমলের ফিরে আসা অত্যন্ত ভালো বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী অশোক সিংহল। অন্যদিকে মন্ত্রী অতুল বরা একইভাবে এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আজমলের নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য তুলে ধরার একটি নিয়ম রয়েছে। মূলত ভোটের রাজনীতির জন্য আজমল নির্বাচনের সময় অহরহ এই ধরনের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে থাকেন। এমনকি তার মুসলমান মেয়েদের লিপস্টিক মেকআপ সংক্রান্ত করা মন্তব্য নির্বাচন কেন্দ্রিক বলে আখ্যা দিয়েছেন মন্ত্রী অতুল বরা। এদিকে মুসলমান মেয়ে যুবতীদের লিপস্টিক, মেকআপ সংক্রান্তে মন্তব্যের জেরে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর অবশেষে এক্ষেত্রে স্পষ্টিকরণ দিয়েছেন বদরুদ্দিন আজমল। বিষয়টি ঘিরে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার পর এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন তিনি। এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল বলেন তিনি কোনো হিন্দু এলাকায় খ্রিস্টান এলাকায় কিংবা কার্বি ডিমাসা এলাকায় এইসব বলেননি। নিজেদের মুসলমান এলাকায় বলেছেন। মুসলমান ছোট ছোট মেয়েরা সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীরা লিপস্টিক লাগিয়ে মেকআপ করে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। চুল ছেড়ে দিয়ে ফ্যাশনেবল হয়ে স্কুলে যাতায়াত করছে। অর্থাৎ ক্যাটরিনা কাইফের কারিনা কাপুরের স্টাইল নিচ্ছে এই ছোট ছোট মুসলমান মেয়েরা। এইসব চলতে দেওয়া যায় না। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞেস করা হলে তারা জানিয়েছেন এই ছাত্রীরা পরীক্ষায় শুধুমাত্র ৮ কিংবা ৯ নম্বর আনতে সক্ষম হয়। এর জন্য তাদের বলা হয়েছে মেয়েদের এই ধরনের স্টাইল করা বন্ধ করা দরকার এবং তাদের লেখাপড়ার দিকে মননিবেশ করানো উচিত। তিনি বলেন শিক্ষার প্রতি নজর দিতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানরা শুধুমাত্র ৩৪ শতাংশ। শিক্ষার ক্ষেত্রে এতো কম হলে চলবে না। এটা বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগ। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতি নজর দিতে হবে। মুসলমান মেয়েদের মা'দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বদরুদ্দিন আজমল বলেন এভাবে লিপস্টিক মেকআপ লাগিয়ে ফ্যাশন করে এই মেয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে নাকি কোন ফ্যাশন পেরেডে যাচ্ছে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এক্ষেত্রে মায়েদের নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। আজমল বলেন বিদ্যালয়ে যদি যায় তাহলে সেই ভাবে যেতে হবে। কারণ বিদ্যালয়ের একটি সম্মান আছে সভ্যতা রয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের একটি ইউনিফর্ম রয়েছে সেটা মেনটেন করতে হবে। এই বিষয়টি উত্থাপন করার পর যদি প্রচার মাধ্যম তাকে সমালোচনা করে তাহলেও উপায় নেই। কিন্তু তিনি মুখ বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। তিনি বলেন প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫০ শতাংশ হিজাব থাকা মেয়ে থাকে এবং ৫০ হিজাব ছাড়া। ফলে ছেলেদের ক্ষেত্রে তিনি এটাই বলেছেন যে বিয়ে করার সময় যেন হিজাব থাকা মেয়েদের মুসলমান ছেলেরা বিয়ে করে। এটাই তার বক্তব্য ছিল বলে উল্লেখ করেন বদরুদ্দিন আজমল।

রঘুনাথপুর গার্লস হাই স্কুল'এ ভাষণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো

পুরুলিয়া (সুধীর) ঃ মঙ্গলবার ৯'ই জানুয়ারী ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রালয়ের অধীনে নেহেরু যুব কেন্দ্র রঘুনাথপুরের উদ্যোগে রঘুনাথপুর গার্লস হাই স্কুল'এ একটি ভাষণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানে রঘুনাথপুর মহকুমার বিভিন্ন যুবকযুবতীরা আমার যুব ভারত ˉ উন্নত ভারত২০৪৭ যুবদের দ্বারা, যুবদের জন্য বিষয়ের উপর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ৭ মিনিট সময়সীমার মধ্যে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করে এই প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের বিজয়ী রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতাতে রঘুনাথপুরকে প্রতিনিধিত্ব করবে। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল তরুণ বক্তাদের দক্ষতা প্রদর্শন এবং তাদের সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে দেওয়া।

বাদ ব্যানক্রফট : বল টেম্পারিং কাণ্ডের সম্পর্ক নেই, দাবি প্রধান নির্বাচকের

পর্থ ঃ ক্যামেরন ব্যানক্রফটকে দলে না নেওয়ার ক্ষেত্রে ২০১৮ সালের বল টেম্পারিং কাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো রকমের 'ষড়যন্ত্রতত্ত্ব'এর ব্যাপার উড়িয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি। এদিকে টম মুডি বলেছেন, তাঁর আশা, ব্যানক্রফটকে ঠিক কোন কারণে দলে নেওয়া হয়নি, সে ব্যাপারে পরিষ্কার করে কথা বলে নেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির প্রতিযোগিতা শেফিল্ড শিল্ডের সর্বশেষ মৌসুমে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন ব্যানক্রফট, এ মৌসুমেও সবার চেয়ে এগিয়ে তিনি। ডেভিড ওয়ার্নার অবসরে যাওয়ার পর এ ওপেনারের হওয়ার কথা ছিল দলে আসার ক্ষেত্রে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে অস্ট্রেলিয়া সামনের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে স্টিভেন স্মিথকে দিয়ে ওপেন করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দলে ডাকা হয়েছে আরেক ওপেনার ম্যাট রেনশকে। ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কেপটাউন টেস্টে বল টেম্পারিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে স্মিথ ও ওয়ার্নারের সঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ব্যানক্রফটকেও। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ২০১৯ সালের অ্যাশেজে দুটি টেস্টের জন্য দলেও ফিরেছিলেন ব্যানক্রফট। তবে এরপর আর সুযোগ পাননি। কিন্তু ২০২১ সালে এক সাক্ষাৎকারে ব্যানক্রফট বলেছিলেন, বোলাররা বল টেম্পারিংয়ের 'কৌশল'এর ব্যাপারে জানতেন না, এমন হতে পারে না। এরপর পাল্টাবিবৃতিও দিয়েছিলেন বোলাররা। কেপটাউনে খেলা চার বোলার প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলউড ও নাথান লায়ন এখনো অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষস্থানীয় বোলার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্টেও একাদশে আছেন তাঁরা, কামিন্স তো এখন অধিনায়কই। এমন কোনো কিছু ব্যানক্রফটকে না নেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করেছে কি না, এমন এক প্রশ্নের জবাবে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক বেইলি বলেছেন, 'নির্দিষ্ট করে বললে, না। কয়েকবারই ক্যামেরনের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়েছে। (নির্বাচক) প্যানেলের দিক থেকে কোনো পর্যায়েই এ নিয়ে কথা হয়নি। এটা পুরোপুরিই ক্রিকেটীয় একটি সিদ্ধান্ত।' সম্প্রতি ব্যানক্রফট নিজেও বলেছিলেন, কামিন্সদের সঙ্গে এখন আর কোনো ঝামেলা নেই তাঁর। একই কথা বলেছেন বেইলিও, 'দলে একজন সদস্যও নেই, যার ক্যামের খেলা নিয়ে কোনো ঝামেলা থাকতে পারে, আমাদের তো অবশ্যই নেই। মানুষ যদি এমন কিছুকে কারণ হিসেবে দেখে, তাহলে আমি হতাশ হব। আপনাদের এবং ক্যামকে আবারও আশ্বস্ত করতে চাই, ব্যাপারটি এমন নয় কখনো ছিল না এবং কখনো হবেও না।' তবে রান করে যে ব্যানক্রফট তাঁর জোরালো দাবি জানিয়েছেন, সেটি স্বীকার করে নিয়েছেন বেইলি। কিন্তু এ মুহূর্তে রেনশই পরবর্তী ব্যাটসম্যান হিসেবে তাঁদের ভাবনা। সঙ্গে বেইলি এটিও বলেছেন, কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা মার্কাস হ্যারিসও নিজেকে অভাগা ভাবতেই পারেন। বেইলির মতে, 'গত কয়েক বছরে ক্যামের রেকর্ড অসাধারণ এবং এ কারণে সিদ্ধান্তটিও বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল, একেবারে সূক্ষ্ম একটা সিদ্ধান্ত। সে দরজার কড়া নাড়ছে। আমার তো মনে হয় কয়েকজনই এমন দরজায় কড়া নাড়ছে, যেটি দারুণ।' কদিন আগে ব্যানক্রফট বলেছিলেন, ওয়ার্নার বিদায় নেওয়ার পর তাঁর মতো স্বীকৃত কোনো ওপেনারকে বাদ দিয়ে মেকশিফট ওপেনারকে নেওয়া হলে তিনি হতাশ হবেন। শেষ পর্যন্ত হয়েছে সেটিই। এ সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না সাবেক অলরাউন্ডার টম মুডিও। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'দল নির্বাচন কখনোই সহজ কোনো কাজ নয়, কিন্তু ক্যামেরন ব্যানক্রফটকে উপেক্ষা করে যাওয়াটা মেনে নেওয়া কঠিন। সমসাময়িক অন্যদের চেয়ে তার প্রথম শ্রেণির পরিসংখ্যান এতটাই শক্তিশালী যে দেখে মনে হবে, এখানে অন্য কোনো ব্যাপার আছে। আশা করি, তার সঙ্গে খোলামেলা কথা বলা হয়েছে!' অবশ্য বেইলি ব্যানক্রফটকে উপেক্ষা করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'কোনো সংশয় নেই, ক্রিকেটে নির্বাচনের একটা অংশ হচ্ছে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় উপস্থিত থাকা, সঠিক সময়ে নিজের সেরার কাছাকাছি খেলা। এদিক থেকে মার্কাস হ্যারিসের জন্যও খারাপ লাগছে, যে বেশ কয়েকটি সফরে ছিল, শেষ যখন টেস্ট ক্রিকেট খেলছিল, তখনো বাদ পড়েও দুর্ভাগা ছিল। আমি বুঝি তাদের জন্য ব্যাপারটি খারাপ লাগার মতো এ মুহূর্তে। তবে যা করছেন, সেটিই করে যেতে হবেএটিই অনেক পুরোনো নিয়ম।' এদিকে অ্যারন হার্ডি এবং নাথান ম্যাকসুইনির কথাও উল্লেখ করেছেন বেইলি। ওয়ার্নারের ওপেনিং সঙ্গী উসমান খাজা চলে গেলে বা মার্চে নিউ জিল্যান্ড সিরিজে আরও ব্যাটসম্যান প্রয়োজন হলে তাঁদের বিবেচনা করা হবে, বেইলির কথায় আছে এমন ইঙ্গিত। ফলে ব্যানক্রফট যে আপাতত তাঁদের পরিকল্পনায় নেই, সেটিও স্পষ্টই।

যে 'অপরাধে' ভারত দল থেকে বাদ পড়লেন কিষান ও আইয়ার

কলকাতা ঃ ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ওয়ানডে সিরিজে শ্রেয়াস আইয়ার ছিলেন ভারতের সহঅধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই সিরিজে তিন ম্যাচ খেলে দুটি অর্ধশতক করেন ঈশান কিষান। অথচ আগামীকাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে কিষান, আইয়ারের কেউই ভারতীয় দলে নেই!

না, কিষান ও আইয়ার চোটে পড়েননি। অনেকে মনে করতে পারেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বছর হওয়ায় নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্ট অনেককেই বাজিয়ে দেখতে চাইছে। তাই কিষানআইয়ারকে বিশ্রাম দিয়ে অন্যদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমন কিছু নয়।

ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, শাস্তিস্বরূপ কিষান ও আইয়ারকে আফগানিস্তান সিরিজের দলে রাখা হয়নি। প্রায় ১৪ মাস পর রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ফেরার খবরে কিষানআইয়ারের বাদ পড়ার কারণ অনেকটাই আড়ালে চলে গিয়েছিল। তা কী অপরাধ করেছেন তাঁরা? দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের টেস্ট দলে কিষানকে রেখেছিলেন অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন ভারতের নির্বাচক প্যানেল। তবে সিরিজ শুরুর সপ্তাখানেক আগে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বাড়িতে ফেরার কথা বলে বিসিসিআইয়ের কাছে ছুটি চেয়ে নেন। কিন্তু ২৫ বছর বয়সী উইকেটকিপারব্যাটসম্যান দেশে না ফিরে যান দুবাইয়ে। সেখানে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে একটি পার্টিতে মৌজমাস্তিতে মেতে ওঠেন।

এরপর দেশে ফিরে 'কৌন বানেগা ক্রোড়পতি' (কে হতে চায় কোটিপতি) নামের টিভি কুইজ শোতে অংশ নেন। সেখানে কিষানের সঙ্গে ছিলেন ভারতের নারী ক্রিকেট দলের ওপেনার স্মৃতি মান্দানা। জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বিখ্যাত বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন।

বাড়ি ফেরার কথা বলে পার্টি ও কুইজ শোতে অংশ নেওয়াকে কিষানের 'মিথ্যাচার' মনে হচ্ছে নির্বাচক কমিটির প্রধান আগারকারের। যে কারণে শাস্তি হিসেবে তাঁকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে বাদ দেওয়া হয়।

আইয়ারের বাদ পড়ার কারণ আলাদা। ২৯ বছর বয়সী এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দুটি টেস্টেই খেলেছেন। কিন্তু চার ইনিংস মিলিয়ে করেছেন মাত্র ৪১ রান। আইয়ারের শট বাছাই নিয়ে তাঁর ওপর বেজায় চটেছিলেন নির্বাচকেরা। যে কারণে সফর শেষে দেশে ফিরেই আইয়ারকে রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে বলেছিলেন। কিন্তু আইয়ার নির্বাচকদের কথায় রাজি হননি। মুম্বাইয়ের এ ব্যাটসম্যান প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে বিশ্রাম চান। বিসিসিআই তাদের প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট রঞ্জি ট্রফিকে সব সময়ই গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। অথচ সেই টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে খেলতে আইয়ার অনীহা দেখানোয় শাস্তি হিসেবে তাঁকেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে বিবেচনা করেননি আগারকার। আগারকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, যাঁরা টেস্ট ও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটকে গুরুত্বসহকারে নেবেন না, জাতীয় দলের কোনো সংস্করণেই তাঁদের জায়গা হবে না। নির্বাচকেরা আরও জানিয়েছেন, শুবমান গিলের কঠোর পরিশ্রম ও রিংকু সিংয়ের পারফরম্যান্স তাঁদের নজর কেড়েছে। সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডেতে অভিষেক হওয়া রিংকু শিগগিরই টেস্ট দলেও সুযোগ পাবেন।

আইয়ার অবশ্য রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে খেলবেন। আগামী শুক্রবার শুরু হতে চলা অন্ধ্র প্রদেশের বিপক্ষে ম্যাচে তাঁকে দলে রেখেছে মুম্বাই। তবে কিষান তাঁর রাজ্য দল ঝাড়খন্ডের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে খেলবেন কি না, এখনো জানা যায়নি।

ধর্ষণের মামলায় ৮ বছরের কারাদণ্ড লামিচানের

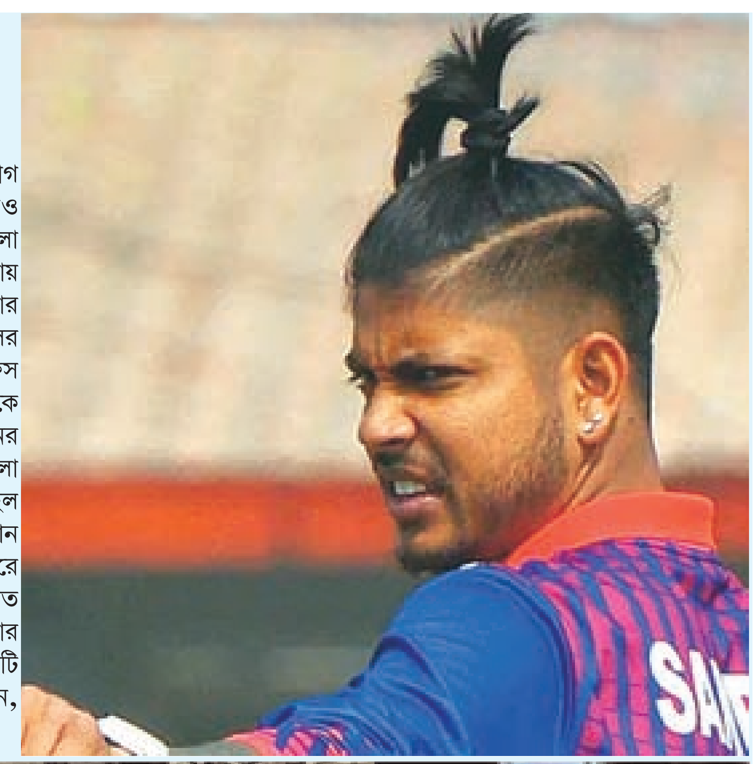

কাঠমান্ডু ঃ ধর্ষণের দায়ে নেপালের সাবেক অধিনায়ক সন্দীপ লামিচানেকে আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন নেপালের একটি আদালত। পাশাপাশি তাঁকে ৩ লাখ নেপালি রুপি জরিমানার সঙ্গে ভুক্তভোগীকে ২ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট। ২৩ বছর বয়সী লামিচানেকে এক সময় নেপাল ক্রিকেটের পোস্টার বয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এ লেগ স্পিনারের মাঠের সাফল্যে হিমালয়ের কোলের দেশটির খেলার মর্যাদাও তুলে ধরেছিল। ২০২২ সালে কাঠমান্ডুর একটি হোটেলে একজন তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয় লামিচানের বিরুদ্ধে। তবে এরপর জামিনে মুক্ত পান তিনি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ফেরেন। গত ডিসেম্বরে এ মামলায় লামিচানেকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তবে এর আগে ধারাবাহিকভাবে শুনানিতে বিলম্ব হয়েছিল, যাতে লামিচানে খেলার সুযোগও পান। অবশেষে বুধবার এ মামলার রায় ঘোষণা করা হলো। কাঠমান্ডুর জেলা আদালতের কর্মকর্তা রামু শর্মা বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, 'আদালত তাকে আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন।' তবে লামিচানে এ মামলায় গ্রেপ্তার ছিলেন না, রায় ঘোষণার সময় আদালতেও ছিলেন না। তাঁর আইনজীবী সরোজ ঘিমিরে এএফপিকে বলেছেন, লামিচানে 'এ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন।'

লামিচানে বরাবরই তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন। জনগণের সমর্থনও পেয়েছেন তিনি। তবে নেপালের হয়ে তাঁর খেলা চালিয়ে যাওয়া অনেককে ক্ষুব্ধও করে তুলেছে। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে বারবার পিছিয়ে যাওয়ার পর লামিচানের মামলা সম্পন্ন হলো। ২০২২ সালের ২১ আগস্ট কাঠমান্ডুর জেলা অ্যাটর্নি অফিস লামিচানের বিরুদ্ধে ১৭ বছর বয়সী এক মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করে। এ ছাড়া লামিচানের বিরুদ্ধে একই বছরের ৬ সেপ্টেম্বর গুয়াশালা মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্কেলে মামলা করেছিল ভুক্তভোগী মেয়েটি। লামিচানে তখন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) খেলতে দেশের বাইরে ছিলেন। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গত বছরের ৬ অক্টোবর নেপালের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আদালত অবশ্য ধর্ষণের শিকার হওয়া মেয়েটি সে সময় 'মাইনর' বা ১৮ বছরের কম বয়সী ছিলেন, তা নাকচ করে দিয়েছেন।

ভারতীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির মদিনা সফর নিয়ে এত আলোচনা কেন?

রিয়াদ (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতের এক সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী এবং এখন দেশটির সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির দুই দিনের সৌদি আরব সফর নিয়ে এই মূহুর্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ আলোচনা চলছে। এ সফরকে তার ঐতিহাসিক মদিনা সফর বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, যার অংশ হিসেবে তিনি মসজিদ এ নববী, জাবাল ই উহুদ এবং মুসলিমদের প্রধান ইবাদতখানা হিসেবে পরিচিত মসজিদ এ কাবা পরিদর্শন করেছেন।

টুইটারে এক বার্তায় এই সফরের জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্মৃতি ইরানি বলেছেন, এ সফর ভারত এবং সৌদি আরবের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের প্রতিফলন। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে বলা হচ্ছে, এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কোন অমুসলিম প্রতিনিধিদলকে মদিনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যদিও এ দাবির সত্যতা যাচাই করতে পারেনি বিবিসি।

সৌদি আরবের পর্যটন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট 'ভিজিট সৌদি'র তথ্য অনুযায়ী, কোন অমুসলিম মক্কা এবং মদিনার পবিত্র মসজিদে (মসজিদ এ নববী এবং মসজিদ আল হারাম) প্রবেশ করতে পারে না।

কিন্তু এসব মসজিদের আশপাশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থাপনাগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত।

স্মৃতি ইরানির সৌদি আরব সফরের গুরুত্ব কী?

ভারতের সংখ্যালঘু সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি দুই দিনের সরকারি সফরে গত সোমবার আটই জানুয়ারি সৌদি আরবে যান। তার এই সফর ভারতের সাথে সৌদি আরবের সম্পর্ক উন্নয়নের কূটনৈতিক মিশনের অংশ।

তার সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে একটি প্রতিনিধিদল ছাড়াও ভারতের জুনিয়র পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভি মুরালিধরনও রয়েছেন। জেদ্দায় অবতরণের পর ভারতীয় প্রতিনিধি দলটি মদিনায় যায়।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, এই সফরে স্মৃতি ইরানি ২০২৪ সালের হজ সম্পর্কিত একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে সই করেছেন। চুক্তির আওতায় ২০২৪ সালের হজের সময় ভারত থেকে প্রায় এক লাখ ৭৫ হাজার ২৫ জন হাজী হজ করতে সৌদি আরবে যেতে পারবেন।

স্মৃতি ইরানি ভারতীয় হজ যাত্রীদের জন্য সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে হজ বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী ও কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। একইসাথে তিনি ওমরা পালন করতে যাওয়া ভারতীয় নাগরিকদের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন।

এছাড়া তিনি সৌদি আরবে বসবাস করা ভারতীয় নাগরিক এবং সেখানে থাকা ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথেও দেখা করেছেন।

দিল্লিতে থাকা বিবিসির সংবাদদাতা শাকিল আখতারের মতে, ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং সৌদি আরবের কোম্পানিগুলো ভারতে বড় আকারের বিনিয়োগ করছে। এছাড়া সৌদি আরবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২৫ লাখের মতো ভারতীয় নাগরিক কর্মরত রয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোতে মদিনায় স্মৃতি ইরানির অভ্যর্থনাকে অসাধারণ এবং ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভারতের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল দূরদর্শনের খবরে বলা হয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ভি মুরালিধরন সৌদি আরবের মদিনায়

এক ঐতিহাসিক সফরে রয়েছেন।

দূরদর্শনের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, 'প্রথমবারের মতো একটি অমুসলিম প্রতিনিধিদলকে মদিনায় স্বাগত জানানো হয়েছে। এটা ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে অসাধারণ সম্পর্কের প্রতিফলন।'

স্মৃতি ইরানি মদিনায় থাকার সময় মসজিদ এ নববীর আশেপাশের বিভিন্ন ছবি টুইট করেছেন। ভারতীয় এই প্রতিনিধিদলটি উহুদ পর্বত এবং মসজিদ এ কাবাও পরিদর্শন করেছে।

দেশটির গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে, স্মৃতি ইরানির এই সফর দুই দেশের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বাড়াবে।

সৌদি আরবে অমুসলিমরা কোথায় যেতে পারে না?

সৌদি আরবের পর্যটন বিষয়ক ওয়েবসাইট 'ভিজিট সৌদি' পর্যটক ভিসাধারীদের জন্য একটি বার্তা প্রকাশ করেছে।

এতে বলা হয়েছে, 'মক্কা ও মদিনার পবিত্র শহরগুলো শুধুমাত্র মুসলিম পর্যটকদের জন্য সংরক্ষিত'। এই শহরগুলোতে প্রতি বছর লাখ লাখ মুসলিম হাজী সফর করে থাকেন।

সৌদি আরবে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, মক্কা ও মদিনার কেন্দ্রীয় শহরে ধর্মীয় স্থানগুলোতে অমুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে সৌদি সরকার।

কিন্তু 'ভিজিট সৌদি' ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, এ দুটি পবিত্র শহরের মাঝামাঝি এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেগুলো স্থানীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সাথে জড়িত এবং সেগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত।

সৌদি আরবের ভি ভিসা (অভিবাসন সম্পর্কিত নয় এমন নন ইমিগ্রান্ট ভিসা) ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, অমুসলিমদের মদিনায় ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলেও, মসজিদ এ নববীর পবিত্রতা রক্ষায় মসজিদ ও তার প্রাঙ্গণে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এতে আরো বলা হয়েছে, অমুসলিমরা সাধারণত সৌদি আরবের ধর্মীয় স্থানগুলো যেমন মসজিদে প্রবেশ করতে পারে না, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, অমুসলিমরা মক্কার প্রধান মসজিদের বাইরের এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি তাদেরকে দেয়া হয়নি।

সেক্ষেত্রে ধর্মীয় কোন স্থানে ভ্রমণ করার পরিকল্পনার আগে, সে স্থানগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাদি আগে থেকে জেনে নেয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

সৌদি আরবে থাকা যুক্তরাষ্ট্র মিশনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৩ সালের ৩০শে মে একজন ইসরায়েলি ইহুদি সাংবাদিককে মক্কায় প্রবেশে সহায়তা করার অভিযোগে ২৩শে জুলাই মক্কা পুলিশ একজন সৌদি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে।

এতে বলা হয়, এটি 'মক্কায় অমুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে করা আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের' অভিযোগ।

এরআগে, ১৮ই জুলাই ইসরায়েলি সংবাদ মাধ্যম চ্যানেল থার্টিন নিউজ ১০ মিনিটের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে দেখা যায় যে, একজন সাংবাদিক মসজিদ আল হারামের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছেন এবং তিনি আরাফাত পর্বত বেয়ে উঠছেন।

আমেরিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই ঘটনায় মুসলিম এবং সৌদি নাগরিকরা অনলাইনে ক্ষোভ প্রকাশ করে।

পবিত্র মসজিদ (মসজিদ আল হারাম এবং মসজিদ এ নববী) বিষয়ক সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান আবদুল রহমান আল সাদিস পবিত্র স্থানগুলোর মর্যাদা রক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, কোন ধরণের লঙ্ঘন সহ্য করা হবে না।

আইন লঙ্ঘনকারী যে জাতীয়তার হোক না কেন এবং সে যে কাজেই নিয়োজিত থাকুক না কেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীরা সৌদি আরবে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সফর নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন।

পাকিস্তানি একজন ব্যবহারকারী কিরণ ভাট এই বিষয়টিকে ভারত এবং সৌদি আরবের মধ্যকার কূটনীতিক সম্পর্কের নতুন উচ্চতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এদিকে, কিছু কিছু সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী মদিনায় তাদের অবস্থানের বিষয়েও আপত্তি জানিয়েছেন।

অনেকে হিজাব না পরে শাড়ি পরার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন।

একই সাথে, অনেকে মন্তব্য করার সময় অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাকে কেন মদিনায় প্রবেশ করতে দেয়া হল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

অন্যদিকে, অনেক ব্যবহারকারী স্মৃতি ইরানির এই সফরের প্রশংসা করেছেন।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে যা বললো ইউরোপীয় ইউনিয়ন

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক)ঃ বড় সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে না আসায় দুঃখ বা হতাশা প্রকাশ করে সাতই জানুয়ারির নির্বাচনে হওয়া অনিয়মগুলোর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আহবান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ।

নির্বাচনের বিষয়ে দেওয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাটি এ আহবান জানিয়েছে। রবিবার অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এককভাবেই ২২২ আসনে জয়লাভ করেছে।

তবে বিরোধী দল বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো এ নির্বাচন বর্জন করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে অসহযোগ আন্দোলনের নানা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনের আগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলটির বহু নেতা কর্মীকে আটক করা হয়েছিলো এবং এর মধ্যে দলের সিনিয়র কয়েকজন নেতাসহ অনেকে নেতাকর্মীর বিভিন্ন মামলায় কারাদণ্ড হয়েছে।

রাজনৈতিক নানা ঘটনাপ্রবাহের মাঝে নির্বাচন নিয়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে তীব্র মতবিরোধের মধ্যেই অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষকদল পাঠায়নি ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

প্রসঙ্গত, এর আগে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা।

আলাদা বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য বলেছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড' মেনে অনুষ্ঠিত হয়নি বলে তারা মনে করে।

তবে ভারত, চীন, রাশিয়া ও জাপানসহ অনেক দেশ এ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা দিয়েছে।

বিবৃতিতে আরও যা বলেছে ইইউ

মঙ্গলবার রাতে দেয়া বিবৃতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে 'গত রবিবার বাংলাদেশে যে সংসদীয় নির্বাচন হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তা লক্ষ্য করেছে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের ভিত্তিতে ইইউ ও বাংলাদেশের যে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্ব তা পুনর্ব্যক্ত করছে'। একই সঙ্গে ওই নির্বাচনে সব বড় রাজনৈতিক দল অংশ না নেয়ায় সংস্থাটি দুখ্ প্রকাশ করেছে। তবে ইইউ'র নির্বাচন বিশেষজ্ঞ দলের আসন্ন রিপোর্ট ও সুপারিশমালা প্রকাশের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ একমত হওয়াকে তারা স্বাগত জানিয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চেতনার ওপর ভিত্তি করে নির্বাচনে যেসব অনিয়ম হয়েছে তার সময়োপযোগী ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়েছে সংস্থাটি।

নির্বাচনের সময় সহিংসতার নিন্দা করে ইইউ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা থেকে বিরত থাকার জন্য সবার প্রতি আহবান জানিয়েছে।

আইনের শাসন, বিচারিক স্বাধীনতা, সঠিক প্রক্রিয়া এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে গুরুত্ব দেয়া এবং নির্বাচনের আগে ও পরে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের আটক করাটা খুবই উদ্বেগের।

সংস্থাটি রাজনৈতিক বহুত্ববাদ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানদন্ড এবং শান্তিপূর্ণ সংলাপের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উৎসাহিত করেছে।

গণমাধ্যম, সিভিল সোসাইটি ও রাজনৈতিক দলগুলো কোন ধরণের সেন্সরশিপ ও প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই কাজ করতে পারাটা জরুরি।

বিবৃতিতে বলা হয় রাজনৈতিক, মানবাধিকার, বাণিজ্য ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

এর মধ্যে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা জিএসপি প্লাস পাওয়ার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল পাঠায়নি ইইউ

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা কিছু দেশ কোন দল পাঠায়নি।

টুকরো খবর

নতুন সরকার গঠন হচ্ছে বৃহস্পতিবার

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয় পেয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনে নতুন সরকারের মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে বলে নিশ্চিত করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। তার আগে, বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ানো হবে। বর্তমান স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী শপথ পড়াবেন। বঙ্গভবনে মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এই অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে বলে সাংবাদিদের জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। ১১ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকালে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি। ঐতিহ্যগতভাবেই শপথ অনুষ্ঠান বঙ্গভবনে হয়ে থাকে। আমরা সন্ধ্যা ৭টায় শপথ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছি, মঙ্গলবার বিকালে নিজ কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের বলেন মি. হোসেন। অনুষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী, রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে, তারপর অন্যান্য মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন বলে জানা গেছে। নতুন মন্ত্রিসভায় সরকার প্রধান হিসেবে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাই থাকছেন। এবার নিয়ে তিনি পঞ্চমবারের মত প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে রেকর্ড। এছাড়া নতুন মন্ত্রিসভা কত সদস্যের হতে যাচ্ছে বা নতুন কারা মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, সে ব্যাপারে এখনও নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। তবে বিগত সরকারের বেশ কয়েকজন প্রতিমন্ত্রী নির্বাচনে জিততে না পারায় এবার মন্ত্রিসভায় বেশকিছু নতুন মুখ যোগ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানের জন্য দেশি বিদেশি মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার অতিথিকে দাওয়াত দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। বুধবার সকাল ১০টায় জাতীয় সংসদের শপথকক্ষে সদ্য বিজয়ী সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ করানো হল বলে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের বর্তমান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। মিজ চৌধুরী নিজেও এবার রংপুর ৬ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথমে নিজে দ্বাদশ সংসদের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন, তারপর অন্যদের শপথ পড়াবেন। মূলত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে শুরু হবে নতুন সরকার গঠনের পর্ব। মঙ্গলবার বিকেলেই নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নামের তালিকার গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে গত সাতই জানুয়ারি ২৯৯ আসনে ভোট হয়েছে। একজন প্রার্থী মারা যাওয়ায় নওগাঁ ২ আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়নি। যে ২৯৯টি আসনে ভোট হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একমাত্র ময়মনসিংহ ৩ আসনের ফলাফল আটকে আছে। কাজেই বুধবার ২৯৮টি আসনে নির্বাচিত নতুন জনপ্রতিনিধিদেরকেই শপথ পড়ানো হল। প্রথম দিকে জাতীয় পার্টির সদস্যরা বুধবার শপথ নেবেন কিনা, এ নিয়ে কিছুটা সংশয় ছিল। তবে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের সন্ধ্যায় নিশ্চিত করেছেন, তার দলের সবাই বুধবার শপথ নিচ্ছেন। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই এর ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। গেজেটে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের পিতামাতার নাম, ঠিকানা সহ প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে। মঙ্গলবার দুপুরে নিজেদের বৈঠক শেষে গেজেট প্রকাশের অনুমোদন দেন প্রধান নির্বাচন কমিশার কাজী হাবিবুল আউয়াল। এরপর বিকেলে গেজেট প্রকাশ করা হয়। বুধবার সকালে সংসদ ভবনের নিচতলায় 'শপথ কক্ষে' নবনির্বাচিতদের শপথ পড়াবেন স্পিকার। বুধবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংসদের বর্তমান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। শপথ গ্রহণের জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন, সবই আমরা গ্রহণ করেছি। সব ঠিক থাকলে বুধবার সকালে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে, বিবিসি বাংলাকে বলেন মিজ চৌধুরী। সংবিধান অনুযায়ী, সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের সরকারি গেজেট প্রকাশের পর নতুন নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ান স্পিকার। গেজেট প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে যদি স্পিকার সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ পরিচালনা করতে না পারেন, তাহলে এর পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে শপথ পড়াবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এক্ষেত্রে কোনও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে তিনি শপথ না নিলে তার আসন শূন্য ঘোষণা করা হবে। তবে এই ৯০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে স্পিকার যথার্থ কারণে তা বাড়াতে পারবেন। গত সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়েও নির্ধারিত এই সময়ের মধ্যে শপথ না নেওয়ায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আসনকে শূন্য ঘোষণা করা হয়েছিল। বিএনপিবিহীন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে নির্বাচিত হয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। দলটি মোট ২২২টি আসনে জয়লাভ করেছে। এরপর সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। তারা ৬২টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন। এছাড়া জাতীয় পার্টি ১১টি আসনটি আসনে এবং ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও কল্যাণ পার্টি একটি করে আসনে জয় পেয়েছে। রেওয়াজ অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের সদস্যরাই প্রথমে শপথ নেবেন। এরপর ক্রমানুসারে অন্যরাও শপথ নেবেন । শপথ শেষে নতুন সংসদ সদস্যরা সংসদ সচিবের কার্যালয়ের স্বাক্ষর খাতায় সই করবেন এবং একসঙ্গে তাদের ছবি তোলা হবে। সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে শুরু হবে নতুন সরকার গঠনের পর্ব। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানাবেন। এরপর বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের আয়োজন করা হবে। এর আগে, একাদশ সংসদ নির্বাচন হয়েছিল ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। এরপর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই গেজেট প্রকাশ করা হয়। এরপর ২০১৯ সালের ১লা জানুয়ারি শপথ নেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা। আর ৩রা জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। সংসদ নির্বাচনে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তারা সরকার গঠন করে। আর যারা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসনে জয়লাভ করে, তারাই সাধারণত সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাংলাদেশে এবারের জাতীয় নির্বাচনে ২২২টি আসনে জয় পেয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। তাদের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬২টি আসনে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, যাদের অধিকাংশই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগেরই নেতা। অন্যদিকে, গত সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি পেয়েছে মাত্র ১১টি আসন। ফলে এবারের সংসদে কারা প্রধান বিরোধী দল হতে যাচ্ছে, সেটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তবে এবার সংসদের বিরোধী দল হওয়ার ক্ষেত্রে বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বড় ভূমিকা থাকবে বলে মনে করছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তারা কতজন কোথায় থাকতে যাচ্ছেন, কতজন স্বতন্ত্র থাকতে যাচ্ছেন এই বিষয়গুলো যখন পরিষ্কার হবে, তখনই বোঝা যাবে কারা বিরোধী দল হবে, মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন মি. হক। দলের নেতা হলেও নৌকা প্রতীকের বাইরে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, তারা কেউই আওয়ামী লীগের প্রার্থী নয় বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী। কাজেই বিজয়ী স্বতন্ত্রপ্রার্থীরা চাইলে মোর্চা গঠন করে বিরোধী দল হতে পারবেন বলে মনে করছেন তিনি। তারা আওয়ামী লীগের, এটা মুখের কথা হতে পারে, কিন্তু আইনের কথা, বাস্তবতার কথা তা নয়। তারা স্বতন্ত্র হিসেবে জয়ী হয়েছেন। তারা যদি মনে করেন, স্বতন্ত্র হিসেবেই থাকবেন, তখন দেখা হবে, কতজন স্বতন্ত্র হিসেবে থাকলেন। আর যদি দেখা যায়, তারা একটি মোর্চা করবেন, তখন বিরোধী দল কারা হবে, সেটি পরিষ্কার হবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
11-01-2024

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

নির্বাচনের শেষ ঘণ্টায় ভোটের হার নিয়ে বিতর্ক যে কারণে

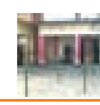

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের সদ্য সমাপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বাক্ষর ছাড়া ফলাফল শিট, ভোটের অস্বাভাবিক হারের মতো নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। নির্বাচনের দিন সকাল থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে কম ভোটারের উপস্থিতি থাকার পরেও ফলাফলে ৪১ শতাংশেরও বেশি ভোট পড়ার তথ্য অনেক নির্বাচন বিশ্লেষককে অবাক করেছে। তারা প্রশ্ন তুলছেন, প্রথম সাত ঘণ্টায় যেখানে ২৭ শতাংশ ভোট পড়েছে, সেখানে শেষ ঘণ্টায় কীভাবে আরও ১৪ শতাংশের মতো ভোট পড়লো? দেশের ২৯৮টি আসনের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে রাজধানী ঢাকায়। এখানকার একটি আসনের এক কেন্দ্রের প্রিজাইডিং কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেন, 'স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতা ভোটের পার্সেন্টেজ বাড়ানোর জন্য চাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সেই সুযোগ দেই নাই'। তিনি জানান, তার কেন্দ্রে ভোট পড়েছে মাত্র আট শতাংশ। তবে ভোটের এই হারকে অস্বাভাবিক মনে করছে না নির্বাচন কমিশন। কমিশনার মোঃ আলমগীর বলেন, ''কিছু কিছু কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না বলে ভোট একটু কম পড়ছে। যে সব কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে সেখানে ভোট বেশি পড়ছে।''

কারামুক্তির পর দিল্লিতে নেমে যা বলেছিলেন শেখ মুজিব

কলকাতা (অমিতাভ ভট্টশালী) ঃ দিল্লিতে সেদিন ভাল ঠাণ্ডা পড়েছিল। বইছিল কনকনে হাওয়াও। দিল্লি পুলিশের কনস্টেবলরা সবাই খাকি ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে বিশেষ ডিউটিতে এসেছিলেন ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারির সেই সকালে। আমেরিকার এনবিসি টিভি চ্যানেলের সেদিনের একটা ভিডিও প্রতিবেদনে সেই ছবি দেখা যায়।

দিল্লির পুরনো পালাম বিমানবন্দরে নামল ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সের একটি বিশেষ কমেট বিমান, যাতে রয়েছেন ভারতের এক বিশেষ অতিথি, আর তাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরের টার্ম্যাকে হাজির ভারতের শীর্ষতম রাজনৈতিক নেতৃত্ব - দেশের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সঙ্গে আছেন তার মন্ত্রীসভার সব সদস্য, সেনাবাহিনী আর হাজার হাজার সাধারণ মানুষ।

লন্ডন থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ১০ই জানুয়ারি সকাল আটটা দশ মিনিটে দিল্লির মাটি ছুঁয়েছিল ওই ব্রিটিশ বিমানটি। নেমে এসেছিলেন সেই বিশেষ অতিথি - শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি।

সফর সঙ্গী দুই ভারতীয় অফিসার

ওই বিমানযাত্রায় তার পাশেই বসে লন্ডন থেকে দিল্লি এসেছিলেন এক ভারতীয় বাঙালি অফিসার শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জী। ষাটের দশকের মাঝামাঝি ঢাকায় ভারতীয় কূটনীতিক হিসাবে তিনি দেখা করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে।

তবে ৭২ সালের জানুয়ারিতে মি. ব্যানার্জী লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনে নিযুক্ত এক কূটনীতিক ছিলেন।

মি. ব্যানার্জী স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, লন্ডন থেকে ওড়ার পরে দুবার দাঁড়িয়েছিল রয়্যাল এয়ারফোর্সের বিমানটি। একবার সাইপ্রাসের আক্রোতিরিতে, দ্বিতীয়বার ওমানে। সে দুটিই ছিল যুক্তরাজ্যের বিমানবাহিনীর এয়ারবেস।

আর লন্ডন থেকে দিল্লি, তারপরে ঢাকা - পুরো বিমানযাত্রায় শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় পুলিশ অফিসার ভেদ মারোয়া। তিনি চাকরিজীবন শুরু করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ড হারবারের সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার হিসাবে, পরে দিল্লির পুলিশ কমিশনার হয়েছিলেন। অবসর নেওয়ার পরে জম্মু-কাশ্মীর সহ একাধিক রাজ্যের রাজ্যপাল ছিলেন মি. মারোয়া।

শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জী আর ভেদ মারোয়া - এই দুই অফিসারই শেখ মুজিবুর রহমানের যাত্রা সঙ্গী ছিলেন লন্ডন থেকে দিল্লি, তারপরে দিল্লি থেকে ঢাকা পর্যন্ত।

দুজনেই স্মৃতিচারণা করেছেন সেই যাত্রার। তবে দুজনের বয়ানে ফারাক রয়েছে বিস্তর।

মি. ব্যানার্জী নিজে একটা বই লিখেছেন, আর ভারতে সংবাদ পোর্টাল দ্য কুইন্টে কয়েক বছর আগে সেই যাত্রার কথা মনে করে একটা প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

আর মি. মারোয়ার কাছ থেকে সরাসরি ওই বিমানযাত্রার বর্ণনা শুনে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন ভারতের সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত তার বই 'ভাঙ্গা পথের রাঙা ধুলায়' তে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসকার মহিউদ্দিন আহমদ বলছিলেন, আমি দুজনের বয়ানই পড়েছি। তারা দুজনেই ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে ঢাকায় এসেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গী হিসাবে। কিন্তু শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জীর লেখায় বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব আছে। তিনি তো আসলে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' -এর অফিসার ছিলেন, আর ভেদ মারোয়া ছিলেন ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের অফিসার। দুজনকেই পাশে বসিয়ে বিমানে ছবি তুলেছিলেন মুজিবুর রহমান।''

মি. ব্যানার্জী ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন আর তিনিই প্রথম ভারতীয় অফিসার যিনি তার সঙ্গে দেখা করেন বলেও দাবি করেছেন।''

''আবার লন্ডনের বিমানবন্দরে তিনিই মুজিবুর রহমানকে স্বাগত জানাতে হাজির হয়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন। এটা পুরোপুরি অসত্য। আমার কাছে ভেদ মারোয়ার বয়ানটিই বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়, বলছিলেন মহিউদ্দিন আহমদ।

তবে ভারতে মি. ব্যানার্জীর দেওয়া বয়ানটিই বেশি প্রচলিত, ভেদ মারোয়ারটি নয়। আবার বাংলাদেশ আওয়ামী লিগ ভেদ মারোয়ার বয়ানটিই তুলে ধরেছে তাদের ওয়েবসাইটে।

রাওয়ালপিন্ডির মিয়াওয়ালি কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তান সরকার পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের বিশেষ বিমানে তুলে দিয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে। একই দিনে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন ডা. কামাল হোসেন।

ঢাকার সিনিয়র সাংবাদিক সেলিম সামাদ বলছিলেন, বিমানবন্দরে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিদায় জানাতে হাজির ছিলেন স্বয়ং জুলফিকার আলি ভুট্টো। একথা আমাকে ২০০৪ সালে কানাডার মন্ট্রিয়লে নিজেই জানিয়েছিলেন ডা. কামাল হোসেন।

লন্ডনে মুজিবুর রহমান যে সাংবাদিক সম্মেলন করেন, সেখানেও মি. ভুট্টোকে একাধিকবার শুভকামনা জানাতে শোনা গিয়েছিল।

মি. সামাদের কথায়, যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশে কত বড় ক্ষয়ক্ষতি করে দিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনী, সেটা কারাবন্দী অবস্থায় মি. রহমানের জানা সম্ভব ছিল না। সেজন্যই হয়তো জুলফিকার আলি ভুট্টোকে লন্ডনে তিনি শুভকামনা জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরে ঢাকায় ফিরে এসে যখন তিনি দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখলেন, তখন তার মনোভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই বদলিয়ে গিয়েছিল।

ধূসর স্যুট, খয়েরি ওভারকোট সেদিন পালাম বিমানবন্দরে শেখ মুজিবুর রহমানের অবতরণ নিয়ে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, বিমান থেকে লাল কার্পেটে যখন পা দিলেন শেখ মুজিব, তখন তার ওপরে বর্ষিত হচ্ছিল গোলাপ আর গাঁদা ফুলের পাপড়ি।

তার পরনে ছিল ধূসর রঙের স্যুট আর দিল্লির ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে বাঁচার জন্য তার ওপরে চাপিয়েছিলেন একটা খয়েরি রঙের ওভারকোট, লিখেছিল দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

এনবিসির ওই ভিডিও প্রতিবেদনেই দেখা যায় যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জন্য বিমানের সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা করছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তার মন্ত্রীসভার সদস্যরা। ওই ভিডিওতে ব্যাকগ্রাউন্ডে শোনা যাচ্ছিল, জয় বাংলা আর জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনি।

ওই ১০ই জানুয়ারির সন্ধ্যায় কলকাতা আকাশবাণী প্রচার করেছিল এক বিশেষ সংবাদ বিচিত্রা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যে অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশের আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। অন্য বেশিরভাগ দিনের মতোই ১০ই জানুয়ারির বিশেষ সংবাদ বিচিত্রাও পাঠ করেছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতের সরকারি প্রচার মাধ্যম আকাশবাণী ও দূরদর্শনকে নিয়ন্ত্রণ করে যে সংস্থা, সেই প্রসার ভারতীর আর্কাইভে সেদিনের ওই অনুষ্ঠানটি রাখা আছে।

মি. বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় সেদিনের অনুষ্ঠানের শুরুটা ছিল এরকম ঃ বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা জানালো বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, ভারত। ২১ বার তোপধ্বনির পর ভারতীয় সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে দিলেন গার্ড অফ অনার।

ওই অনুষ্ঠানে বাজানো হয়েছিল ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরির স্বাগত ভাষণ।

তার উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, বাংলাদেশে যাওয়ার পথে আপনাদের এই মহান দেশের মহান রাজধানীতে থামার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। আমার জনগণের প্রিয়তম বন্ধু - ভারতের জনগণ এবং মহৎ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানাতে আমি ন্যূনতম এটুকুই করতে পারি। অবশেষে আমি সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি, বলেছিলেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি।

'শেখ সাহেবকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনবই'

পালাম বিমানবন্দরে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাগত জানানোর পরে তাকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয় কাছেই দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের প্যারেড গ্রাউন্ডে।

আকাশবাণীর সংবাদ বিচিত্রা অনুষ্ঠানে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে সমবেত হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ।

ওই প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ শোনানো হয়েছিল ১০ই জানুয়ারির সংবাদ বিচিত্রায়।

মিসেস গান্ধী বলেছিলেন, আমরা এখানে, ভারতে, তিনটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমাদের জনগণকে। প্রথম, যে শরণার্থীরা এখানে এসেছেন, তারা ফিরে যাবেন। দ্বিতীয়ত, আমরা সবরকম ভাবে মুক্তিবাহিনীকে, বাংলাদেশের মানুষকে সহায়তা করব। আর তৃতীয়ত, শেখ সাহেবকে আমরা নিশ্চই জেল থেকে ছাড়িয়ে আনব।

আমরা তিনটে প্রতিশ্রুতিই পূরণ করেছি, আর এখন এক বিরাট বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে শেখ সাহেব ফিরে যাচ্ছেন তার পরিবারের কাছে, তার প্রিয় জনগণের কাছে, বলেছিলেন মিসেস গান্ধী।

হিন্দি বক্তৃতার শেষে মিসেস গান্ধী স্লোগান দিয়েছিলেন, জয় বাংলা।

প্যারেড গ্রাউন্ডের সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের সেই বাংলা বক্তৃতার যে অংশটা আকাশবাণীতে শোনানো হয়েছিল, তাতে তার গলায় শোনা যায়, ,আমি বিশ্বাস করি সেকুলারিজমে, আমি বিশ্বাস করি গণতন্ত্রে, আমি বিশ্বাস করে সোশ্যালিজমে। আমাকে প্রশ্ন করা হয়, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আপনার আদর্শে এত মিল কেন? আমি বলি, এটা আদর্শের মিল, এটা নীতির মিল, ,এটা মনুষ্যত্বের মিল, এটা বিশ্ব শান্তির মিল।

আমি কিছুটা ইমোশনাল আজকে আপনারা বুঝতে পারেন, আমায় ক্ষমা করবেন। আবার আপনাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। জয় বাংলা, জয় হিন্দ, এই বলে বক্তৃতা শেষ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। কয়েক সেকেন্ডের বিরতি দিয়ে তিনি বলে ওঠেন, জয় ইন্দিরা গান্ধী।

এরপরেই মিসেস গান্ধীকে মাইকে বলতে শোনা যায়, বলুন, শেখ মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ।

নতুন সংসদ গঠন, শপথ নিলেন শেখ হাসিনাসহ ২৯৮ জন সদস্য

ঢাকা ঃ দ্বাদশ পার্লামেন্টের সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ নিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ নবনির্বাচিত ২৯৮ জন সংসদ সদস্য।

বুধবার সকাল ১০টায় পার্লামেন্টে সংসদ সদস্য হিসাবে প্রথমে শপথ গ্রহণ করেন বর্তমান স্পিকার শিরীন শারমীন চৌধুরী। তিনি এই নির্বাচনে রংপুর ৬ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

এরপর তিনি শেখ হাসিনাসহ অন্য সংসদ সদস্যদের একসাথে শপথ বাক্য পাঠ করান। জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র হিসাবে বিজয়ীরাও শপথ নিয়েছেন।

এর মাধ্যমে বাংলাদেশে দ্বাদশ সংসদ গঠিত হলো।

২২২টি আসনে বিজয়ী হয়েছে আওয়ামী লীগ। তবে জোটের নেতারা নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করে আরও দুটি আসন পেয়েছেন।

জাতীয় পার্টি পেয়েছে ১১টি আসন আর কল্যাণ পার্টি পেয়েছে ১টি আসন। তবে প্রথমবারের মতো স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছেন রেকর্ড ৬২টি আসন, যাদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগের নেতা।

ওই নির্বাচন ২৯৯টি আসনে নির্বাচন হলেও গোলযোগের কারণে একটি আসনের ফলাফল প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গণভবনে শপথ পাঠের মাধ্যমে নতুন সরকার দায়িত্ব নেবে, যদিও বর্তমান

বৃহস্পতিবার বিকালে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন হবে বলে জানা গেছে।

সংসদ নেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ নিয়ে পঞ্চমবারের মতো সংসদ নেতা হলেন তিনি।

একাদশ সংসদের মতো এবারও মতিয়া চৌধুরীকেই সংসদের উপনেতা হিসেবে নির্বাচন করেছেন আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সদস্যরা।

সেইসাথে, দ্বাদশ সংসদের চিফ হুইপ হিসেবেও থাকছেন নূর ই আলম চৌধুরী।

বুধবার নূর ই আলম চৌধুরী এ বিষয়ে নিশ্চিত করেন।

বিরোধী দলের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিরোধী দলের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয় নি।

আজ তো কেবল আমাদের শপথ হলো। সংসদ ডাকার পরে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসবে।

বাংলাদেশে সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয় পেয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ।

বিএনপি বিহীন সাতই জানুয়ারির নির্বাচনে সরকারের বেশিরভাগ সদস্যই বহাল থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী, রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে, তারপর অন্যান্য মন্ত্রীপ্রতিমন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন বলে জানা গেছে।

নতুন মন্ত্রিসভায় সরকার প্রধান হিসেবে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাই থাকছেন। এবার নিয়ে তিনি পঞ্চমবারের মত প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে রেকর্ড।

এছাড়া নতুন মন্ত্রিসভা কত সদস্যের হতে যাচ্ছে বা নতুন কারা মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, সে ব্যাপারে এখনও নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।

তবে বিগত সরকারের বেশ কয়েকজন প্রতিমন্ত্রী নির্বাচনে জিততে না পারায় এবার মন্ত্রিসভায় বেশকিছু নতুন মুখ যোগ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানের জন্য দেশি বিদেশি মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার অতিথিকে দাওয়াত দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের পর গতকাল মঙ্গলবারই নির্বাচিত সদস্যদের গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন।